بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

}.

}{

}{

{

আল্লাহ তাআলা মানব-দানব সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। তিনি তাঁর কুরআন কালামে বলেন,

}

{

অর্থাৎ, আমার ইবাদতের জন্যই আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি; আমি ওদের নিকট হতে কোন জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, ওরা আমার আহার্য যোগাবে। আল্লাহই তো জীবিকাদাতা এবং প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৮ আয়াত)

ইবাদত কখন, কিভাবে ও কত পরিমাণে করতে হবে তা কুরআন ও সুন্নাহতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যে ইবাদত করতে বান্দা আদিষ্ট হয়েছে তার পশ্চাতে কোন যুক্তি প্রকাশ পেলে অথবা না পেলে এবং তা করলে কত পরিমাণ কি সওয়াব নির্ধারিত আছে সে কথা জানতে পারলে অথবা না পারলেও তা সম্পাদন করতেই হবে। কারণ, তা মা’বূদের আদেশ। তাঁর আদেশ উল্লঙ্ঘন করার মত দুঃসাহস মিসকীন বান্দার হতে পারে না।

পক্ষান্তরে বহু ইবাদত আছে যা পালন করার মাধ্যমে বান্দা মা’বূদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করে থাকে। অতএব তাঁর নৈকট্য লাভের কথা জানলে তার পর আর অবহেলা

প্রদর্শন বান্দার জন্য শোভনীয় নয়। তবুও ফরয বা মুস্তাহাব সকল ইবাদতের মধ্যে নিহিত যুক্তি, গূঢ় তত্ত্ব এবং ইবাদতের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, মর্যাদা বা ফযীলত বান্দার নিকট প্রকাশ হলে উক্ত ইবাদতে মন বসে, সম্পাদনে হৃদয় আগ্রহী হয়, দেহ-মন থেকে অকারণ অলসতা দূরীভূত হয়ে তাতে আসক্তি জন্মে এবং তা পালন করার লক্ষ্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা আবির্ভূত হয়। তাই তো কুরআন ও সুন্নাহতে বিভিন্ন ইবাদতের বিভিন্ন ফযীলত ও মাহাত্ম্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারায় বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু ফাযায়েলে আ’মালে (আমলসমূহের ফযীলত বর্ণনায়) বহু সংখ্যক জাল ও যয়ীফ হাদীস বহু কিতাবেই বর্ণিত রয়েছে। পরন্তু যে হাদীস সম্বন্ধে এ ধারণা নিশ্চিত হয় না যে তা নবী করীম ﷺ এর বাণী তাহলে সে হাদীস আমলযোগ্য ও বিশ্বাস্য কি করে হতে পারে? সুতরাং ফাযায়েলে আ’মালেও যয়ীফ হাদীস ব্যবহার বৈধ নয়। পরন্তু সহীহ হাদীসে আমলের যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা-ই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদানে যথেষ্ট। তাছাড়া উলামাগণ বলেন, ফযীলত আছে বলে কেবল যয়ীফ হাদীসকেই ভিত্তি করে কোন আমল করা বিদ্আতের পর্যায়ভুক্ত।

এই তথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে আমি বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে কেবল সহীহ ও হাসান হাদীস অত্র পুস্তিকায় সংকলন করেছি। আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও ‘আবেদ’ হতে ইচ্ছুক বান্দাগণ যে এতে উপকৃত হবেন তা আমার নিশ্চিত আশা। বিশেষ করে মসজিদে-মসজিদে নামাযের পর যদি ২/৩ টি করে হাদীস পাঠ করা যায় তাহলে নিশ্চয় তা একটি দর্সের কাজ দেবে এবং ইবাদতে বিস্মৃত ও আগ্রহহীন মানুষের জন্য ফলপ্রসূ হবে ইন শা-আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমার এই নগণ্য আমলকে যেন কাল কিয়ামতে আমার নেকীর পাল্লায় রাখেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের অসীলা করেন। নিশ্চয়ই তিনি একক ভরসাস্থল ও তওফীকদাতা।

দ্বীনের খাদেম-
আব্দুল হামীদ ফায়যী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৬/ ১০/ ১৭হিঃ

আমলে ইখলাসের ফযীলত

১- হযরত ইবনে উমর ﷺকর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ﷺকে আমি বলতে শুনেছি যে, “তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির কোন তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হয়। এক সময়ে তারা কোন গিরি-গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল রাত্রি কাটানোর জন্য। তারা সেথায় প্রবেশ করল। অকস্মাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে ফেলল। তারা (আপোসে) বলল, এই পাথর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় এই যে, তোমরা নিজে নিজের সৎকর্মের অসীলায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাও।

ওদের মধ্যে একজন বলল, ‘হে আল্লাহ! আমার খুব বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাঁদের পূর্বে নিজের পরিবারের কাউকে অথবা অন্য কাউকেও নৈশ দুধপান করতে দিতাম না। একদিন (ছাগলের জন্য) গাছ (পাতার) সন্ধানে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরে এসে দেখি তাঁরা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাঁদের জন্য নৈশ দুধ দোহন করলাম। কিন্তু তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের পূর্বে নিজ কোন পরিজন বা অন্য কাউকে তা পান করতে দিতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর তাঁদের শিয়রে হাতে দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের জাগরণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এইভাবে ফজর হয়ে গেল। (কতক বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন) আর আমার পদতলে আমার শিশু ছেলেমেয়েরা (ক্ষুধায়) চিৎকার করছিল। অতঃপর তাঁরা জেগে উঠলেন এবং তাঁদের সেই নৈশ দুধ পান করলেন।

হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজ তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে এই পাথরের ফলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর।’

পাথরটি কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিল এক চাচাতো বোন; সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। একদা আমি তাকে আমার নিকট তার দেহসমর্পণের আবেদন জানালাম। কিন্তু সে তাতে সম্মত হলনা। অতঃপর কোন বছরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার নিকট (সাহায্য নিতে)

এল। আমি তাকে এই শর্তে একশত দীনার দিলাম, যাতে সে আমার নিকট তার দেহ সমর্পণে অস্বীকার না করে। সে তাই করল। অতঃপর আমি যখন তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম তখন সে বলল, বিনা অধিকারে (সতীচ্ছদের) সীল (কৌমার্য) নষ্ট করা আমি তোমার জন্য বৈধ মনে করি না। তা শুনে আমি তার সহিত যৌনমিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। তাকে ছেড়ে আমি প্রস্থান করলাম অথচ সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা। আর যে স্বর্ণমুদ্রা ওকে দিয়েছিলাম তাও বর্জন করলাম।

হে আল্লাহ! যদি একাজ আমি তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে করেছি, তাহলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা দূর করে দাও।'

এতে পাথরটি আরো কিছুটা সরে গেল। তবে এতেও তারা বের হতে পারল না।

তৃতীয় জন বলল, 'হে আল্লাহ! আমি কতকগুলো শ্রমিক খাটিয়েছিলাম; তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক আমি প্রদান করেছি। কেবল মাত্র একজন তার পারিশ্রমিক ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আমি তার প্রাপ্য অর্থ (ব্যাবসায়) বিনিয়োগ করলাম। সেই অর্থ থেকে বহু অর্থ ও মাল সঞ্চয় হল। কিছুকাল পরে যখন সে এসে আমাকে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমার পারিশ্রমিক আদায় করুন। তখন আমি বললাম, এই উঁট, গরু, ছাগল-ভেঁড়া, দাস যা কিছু দেখছ সবই তোমার সেই পারিশ্রমিক! সে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমাকে ব্যঙ্গ করেন না। আমি বললাম, আমি তোমার সহিত ব্যঙ্গ করিনি। একথা শুনা মাত্র সবকিছু নিয়ে চলে গেল। সে সবের কিছুই সে ছেড়ে গেল না।

হে আল্লাহ! একাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থেকেছি তাহলে আমরা যে বিপদে বিপদাপন্ন তা থেকে রক্ষা কর।'

এতে পাথরখানি সম্পূর্ণ সরে গেল। তারা সেখান হতে বের হয়ে চলতে লাগল। *(বুখারী ২২৭২ নং মুসলিম ২৭৪৩ নং)*

২- হযরত আবু উমামা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এসে বলল, সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি, যে পারিশ্রমিক ও খ্যাতি লাভের আশায় যুদ্ধ করে? তার প্রাপ্য

কি? উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তার কিছুও প্রাপ্য নয়।" লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেকবারেই উত্তর দিলেন, "তার কিছুই প্রাপ্য নয়।" অতঃপর তিনি বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কেবল মাত্র সেই আমলই গ্রহণ করবেন যা তাঁর জন্য বিশুদ্ধ এবং যার দ্বারা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়ে থাকে। (এবং যাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকে না)। *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬ নং)*

৩- হযরত আবু দারদা ؓ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৭ নং)*

৪- হযরত আবু হুরাইরা প্রমুখাৎ বর্ণিত রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল (ফিরিশতার উদ্দেশ্যে) বলেন, আমার বান্দা যখন কোন অসৎ কর্ম করার ইচ্ছা করে তখন তা কর্মে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমল-নামায় (পাপরূপে) লিপিবদ্ধ করো না। যদি সে কাজে পরিণত করে তাহলে তার আমল-নামায় অনুরূপ লিপিবদ্ধ করো। আর আমার ভয়ে যদি সে তা ত্যাগ করে থাকে তাহলে তার জন্য একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করো। যদি সে কোন সৎকর্ম করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করে তবুও তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তবে তার জন্য দশ থেকে সাতশত পুণ্য লিপিবদ্ধ করো!" *(বুখারী ৭৫০১, মুসলিম ১২৮-নং, হাদীসের শব্দবিন্যাস বুখারীর।)*

৫- হযরত উবাই বিন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোন অংশ নেই।" *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২১নং)*

৬- হযরত মাহমূদ বিন লাবীদ ؓ বলেন, নবী ﷺ (একদা গৃহ হতে) বের হয়ে বললেন, "হে মানব মন্ডলী! তোমরা গুপ্ত শির্ক হতে সাবধান হও।"

সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! গুপ্ত শির্ক কি?’ তিনি বললেন, “মানুষ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তার নামাযকে সুশোভিত করে (সুন্দর করে পড়ে) , এই কারণে যে, লোকেরা তার প্রতি দৃক্পাত করে দেখে তাই। এটাই (লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নামায পড়া) হল গুপ্ত শির্ক।” *(ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ২৮ নং)*

কিতাব ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার ফযীলত

৭- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের মাঝে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, “শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর তাতে তার আনুগত্য করা হবে- এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)” *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন, “এই কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী; এর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে সে তাকে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে তাকে বর্জন করবে অথবা তার থেকে বিমুখ হবে তাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” *(বায্যার হাদীসটিকে মওকূফ; সাহাবীর নিজস্ব উক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব ৩৯ নং। অবশ্য তিনি জাবের ﷺ কর্তৃক উক্ত হাদীসটিকেই মরফূ’ (রসূল ﷺ এর উক্তি) রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব ৪০নং)*

৯- হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺবলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনবিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।” *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” *(মুসলিম ১৭১৮ নং)*

সৎকর্ম প্রবর্তন (সূচনা) করার ফযীলত

১০- হযরত জারীর ﵁ হতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি (বা কর্ম) প্রবর্তিত করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না।” *(মুসলিম ১০১৭নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

১১- হযরত ওয়াসিলাহ বিন আসকা’ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ভালো রীতি প্রবর্তন করে তার জন্য নির্দিষ্ট সওয়াব রয়েছে, যতদিন সেই রীতির উপর আমল হতে থাকবে; তার জীবনকালে এবং তার মুত্যুর পরেও; যতক্ষণ না তা বর্জিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতির প্রচলন করে তার জন্য রয়েছে তার নির্দিষ্ট পাপ, যতক্ষণ না সে রীতি (বা কর্ম) বর্জন করা হয়েছে। আবার যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের সওয়াব জারী থাকে। *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২নং)*

১২- হযরত সাহ্ল বিন সাদ ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “এই মঙ্গলসমূহের রয়েছে বহু ভান্ডার। এই ভান্ডারগুলোর জন্য রয়েছে একাধিক চাবি। সুতরাং শুভসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ আযযা অজাল্ল (দরজা খোলার) চাবিকাঠি এবং অমঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন। আর ধ্বংস সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ অমঙ্গলের চাবিকাঠি ও মঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৬৩নং)*

শরয়ী জ্ঞান, ইলম, আলেম ও ইল্ম অন্বেষণ করার ফযীলত

১৩- হযরত মুআবিআহ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করে থাকেন।” *(বুখারী ৭১নং মুসলিম ১০৩৭নং, ইবনে মাজাহ)*

১৪- হযরত হুযাইফাহ বিন ইয়ামান ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ইলমের (শরয়ী জ্ঞানের) মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হল সংযমশীলতা। (পরহেযগারী; অর্থাৎ, সর্বপ্রকার অবৈধ, সন্দিগ্ধ ও ঘৃণিত আচরণ, কর্ম ও বস্তু থেকে নিজেকে সংযত রাখা।) *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, বাযযার, সহীহ তারগীব ৬৫নং)*

১৫- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব কোন একটি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে কিয়ামতের একটি দুঃখ-কষ্ট তার জন্য দূরীভূত করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ ইহ-পরকালে তার ত্রুটি গোপন করে নেন। যে ব্যক্তি কোন দুঃস্থ (ঋণগ্রস্ত)কে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেবে, আল্লাহ ইহ-পরকালে তার কষ্ট লাঘব করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন করে চলে যাতে সে ইল্ম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর গৃহসমূহের কোন এক গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং আপোসে তা অধ্যয়ন করে তখনই ফিরিশতাবর্গ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নেন, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের মধ্যে আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।” *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

১৬- হযরত আবু দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে ইল্‌ম অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। নিঃসন্দেহে ফিরিশতাবর্গ ইল্‌ম অনুসন্ধানীর ঐ কর্মে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেমের জন্য আকাশবাসী সকলে এবং পৃথিবীর অধিবাসী -এমন কি পানির মাছ পর্যন্তও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা আলেমের উচ্চ মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ যদ্রূপ সমগ্র তারকারাজি অপেক্ষা চন্দ্রের। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোন দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন না কোন দিরহামের। বরং তাঁরা ইলমেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

১৭- হযরত সফওয়ান বিন আসসাল মুরাদী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ এর নিকট এলাম। তিনি মসজিদে তাঁর এক লালরঙের চাদরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি ইল্‌ম অন্বেষণ করতে এলাম।’ আমার একথা শুনে তিনি বললেন, “ইল্‌ম অন্বেষী (দ্বীন শিক্ষার্থী) কে আমি স্বাগত জানাই। অবশ্যই ইল্‌ম অন্বেষীকে ফিরিশতাগণ তাঁদের পক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নেন। অতঃপর একে অন্যের উপর আরোহণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা নিম্ন আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এতদ্বারা তাঁরা তার ঐ ইল্‌ম অন্বেষণের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন।” *(আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, ইবনে মাজাহ (ভিন্ন শব্দে), সহীহ তারগীব ৬৮-নং)*

১৮- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্‌র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

১৯- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

২০- হযরত সাহল বিন মুআয বিন আনাস তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইল্ম শিক্ষা দেয় তার জন্য রয়েছে সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব যে সেই ইল্ম অনুযায়ী আমল করে। এতে আমলকারীরও কিঞ্চিৎ পরিমাণ সওয়াব হ্রাস হবে না।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৭৬নং)*

২১- হযরত আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকটে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; একজন আবেদ, অপরজন আলেম। তিনি বললেন, "আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ততগুণ, যতগুণ তোমাদের কোন নিম্নমানের ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা রয়েছে।" অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপিলিকা নিজ গর্তে, এমনকি মৎস্য পর্যন্তও মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দুআ করে থাকে।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৭৭নং)*

২২- হযরত আবু উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কিছু (দ্বীন) শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের প্রতি যাত্রা করে তার জন্য (তার আমলনামায়) এক পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮১নং)*

২৩- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে আসে, এবং তার উদ্দেশ্য কেবল কল্যাণমূলক (দ্বীনী ইল্ম) শিক্ষা করা অথবা দেওয়াই হয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদায় সমুন্নত হয়। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে আসে সে সেই

ব্যক্তির সমতুল্য যে পরের আসবাব-পত্রের প্রতি তাকিয়ে থাকে।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৮২নং)*

হাদীস বর্ণনা ও ইল্ম প্রচার করার ফযীলত

২৪- হযরত ইবনে মাসঊদ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করেন যে ব্যক্তি আমাদের নিকট কিছু শ্রবণ করে তা অন্যের নিকট ঠিক সেই ভাবেই পৌঁছে দেয় যে ভাবে সে শ্রবণ করেছিল। কেননা যাদের কাছে (হাদীস) পৌঁছানো হয় তাদের কেউ কেউ এমনও আছে, যে ঐ শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক স্মৃতিমান্ ও সমঝদার।” *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৩নং)*

২৫- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সহিত মিলিত হয় তা হল; সেই ইল্ম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সাদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, ইবনে খুজাইমাহ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ১০৭নং)*

কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করার ফযীলত

২৬- হযরত ইবনে মাসঊদ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে যাঞ্চা করল। তিনি বললেন, “আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি তোমাকে দান করব। তবে তুমি অমুকের নিকট যাও।” সে ঐ

লোকটির নিকট গেল। লোকটি তাকে দান করল। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।” *(ইবনে হিব্বান)*

বায্‌যার উক্ত হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলি নিম্নরূপঃ- “কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশক কল্যাণ সম্পাদনকারীরই অনুরূপ।” *(সহীহ তারগীব ১১১নং)*

২৭- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহ্বান করে সেই ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।” *(মুসলিম ২৬৭৪নং প্রমুখ)*

তর্ক ও মিথ্যা ত্যাগ করার ফযীলত

২৮- হযরত আবু উমামা رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “অন্যায়ের সপক্ষে থেকে যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। ন্যায়ের সপক্ষে থেকেও যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের উপরিভাগে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩নং)*

২৯- হযরত মুআয বিন জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটি জান্নাতের পার্শ্বদেশে একটি জান্নাতের মধ্যভাগে এবং অপর আর একটি জান্নাতের উপরিভাগে গৃহের জামিন হচ্ছি; যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করে, উপহাসছলে হলেও মিথ্যা কথা বর্জন করে, আর নিজ চরিত্রকে সুন্দর করে।” *(বায্‌যার, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৩৪নং)*

প্রস্রাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পশ্চাৎ করে না বসার ফযীলত

৩০- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি মলত্যাগ করার সময় কেবলামুখে অথবা কেবলাকে পিছন করে না বসে, তার জন্য এর দরুন একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়।” *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৪৫নং)*

ওযু করার ফযীলত

৩১- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে আহ্বান করা হবে আর সেই সময় ওযুর ফলে তাদের মুখমন্ডল ও হস্তপদ দীপ্তিময় থাকবে।” *(বুখারী ১৩৬নং, মুসলিম ২৪৬নং)*

৩২- মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আবু হাযেম বলেন, আবু হুরাইরা ﷺ যখন নামাযের জন্য ওযু করছিলেন তখন আমি তাঁর পশ্চাতে ছিলাম। দেখলাম, হাতকে লম্বা করে ধুচ্ছিলেন, এমনকি বগল পর্যন্ত হাত ফিরাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ‘হে আবু হুরাইরা! এ আবার কোন ওযু?’ তিনি বললেন, ‘হে ফর্রুখের বংশধর! তোমরা এখানে রয়েছ? যদি আমি জানতাম যে তোমরা এখানে রয়েছ তাহলে এ ওযু করতাম না। আমি আমার বন্ধু নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “ওযুর পানি যদ্দূর পৌছবে তদ্দূর মুমিনের অঙ্গে অলংকার (জ্যোতি) শোভমান হবে।” *(মুসলিম ২৫০নং)*

৩৩- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুসলিম বা মুমিন বান্দা যখন ওযুর উদ্দেশ্যে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন ওযুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর

সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে উভয় হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে তার দুপায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।" *(মালেক, মুসলিম ২৪৪নং, তিরমিযী)*

৩৪- হযরত উসমান বিন আফফান ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি ওযু সম্পন্ন করে বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে দেখেছি; তিনি আমার এই ওযুর মত ওযু করলেন, অতঃপর বললেন, "যে ব্যক্তি এইরূপ ওযু করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। আর তার নামায এবং মসজিদের প্রতি চলা নফল (অতিরিক্ত) হবে।" *(মুসলিম ২২৯নং)*

নাসাঈ হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলি নিম্নরূপঃ-

ওসমান ﵁ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে কোন মুমিন যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে তখনই তার ঐ ওযুর সময় থেকে দ্বিতীয় নামায পড়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালীন সময়ের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।" *(সহীহ তারগীব ১৭৫নং)*

৩৫- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে কি সেই কথা বলে দেব না; যার দরুন আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দেন এবং মর্যাদা আরো উন্নত করেন?" সকলে বলল, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "কষ্টের সময় পরিপূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিকাধিক পদক্ষেপ করা (চলা), আর এক নামাযের পর আগামী নামাযের অপেক্ষা করা। উপরন্তু এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়, এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়, এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়।" *(মালেক, মুসলিম ২৫১নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ (অনুরূপ অর্থে।)*

ওযুর হিফাযত করা এবং পুনঃপুনঃ ওযু করার মাহাত্ম্য

৩৬- হযরত সাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করবে না।” *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০নং)*

৩৭- হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা প্রভাতকালে আল্লাহর রসূল ﷺ হযরত বিলালকে ডেকে বললেন, “হে বিলাল! কি এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে? আমি গত রাত্রে (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম!” বিলাল বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত নামায পড়েছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি তখনই আমি সাথে সাথে ওযু করে নিয়েছি।’ এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “এই কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম।)” *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ১৯৪নং)*

দাঁতন করার ফযীলত

৩৮- হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত,নবী ﷺ বলেছেন, “দাঁতন করাতে রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি।” *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব ২০২নং)*

৩৯- হযরত আলী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি দাঁতন আনতে আদেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “বান্দা যখন নামায পড়তে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশ্‌তা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্‌তা তার নিকটবর্তী হন; (অথবা বর্ণনাকারী অনুরূপ কিছু বললেন।) পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্‌তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।” *(বাযযার, সহীহ তারগীব ২১০নং)*
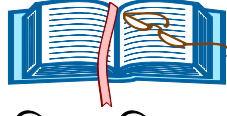
ওযুর পর বিশেষ যিক্‌রের ফযীলত

৪০- হযরত উমর বিন খাত্তাব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযু করার পর (নিম্নের যিক্‌র) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

.

"আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অরাসূলুহ।"

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

৪১- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল বলেছেন, "আর যে ব্যক্তি ওযুর পর (নিম্নের যিক্‌র) বলে তার জন্য তা এক শুভ্র পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেওয়া হয় যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।

.

"সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্‌, আস্তাগফিরকা অ আতূবু ইলাইক্‌।"

অর্থাৎ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি। *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ২১৮নং)*

ওযুর পর দুই রাকাআত নামাযের ফযীলত

৪২- হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাকআত নামায পড়ে তক্ষণই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।" *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

৪৩-হযরত যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।" *(আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ২২ ১নং)*

আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য

৪৪- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "লোকে যদি আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য জানত অতঃপর তা লাভের জন্য লটারি করা ছাড়া কোন অন্য উপায় না পেত তাহলে লটারিই করত। আর তারা যদি (নামাযের জন্য মসজিদের প্রতি) সকাল-সকাল আসার মাহাত্ম্য জানত তাহলে অবশ্যই তার জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি এশা ও ফজরের নামাযের মাহাত্ম্য তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে চলেও তারা উভয় নামাযে উপস্থিত হত।" *(বুখারী ৬১৫নং,মুসলিম ৪৩৭নং)*

৪৫- হযরত বারা' বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রথম কাতারের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। মুআয্যিনকে তার আযানের আওয়াযের উচ্চতা অনুযায়ী ক্ষমা করা হয়। তার আযান শ্রবণকারী প্রত্যেক সরস বা নীরস বস্তু তার কথার সত্যায়ন করে থাকে। তার সহিত যারা নামায পড়ে তাদের সকলের নেকীর সমপরিমাণ তার নেকী লাভ হয়।" *(আহমদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২২৮নং)*

৪৬- হযরত মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কিয়ামতের দিন মুআয্যিনগণের গর্দান অন্যান্য লোকেদের চেয়ে লম্বা হবে।” *(মুসলিম ৩৮৭নং)*

৪৭- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি বারো বৎসর আযান দেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক দিন আযানের দরুন তার আমলনামায় ষাটটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার ইকামতের দরুন লিপিবদ্ধ হবে ত্রিশটি নেকী।” *(ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, হাকেম, সহীহ তারগীব ২৪০নং)*

আযানের জওয়াব দেওয়া এবং শেষে দুআ পড়ার ফযীলত

৪৮- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দুআ পাঠ করবে সেই ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে;

.

“আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা’ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি অস্‌সালা-তিল ক্বা-ইমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ্।”

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠালাভকারী নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ কে অসীলাহ (জান্নাতের সুউচ্চ স্থান) এবং মর্যাদা দান কর। আর তাঁকে সেই মাক্বামে মাহমূদ (প্রশংসিত স্থানে) প্রেরণ করো যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দান করেছ। *(বুখারী ৬১৪নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

৪৯- হযরত সা’দ বিন আবী অক্কাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আযানের সময় নিম্নের দুআ পাঠ করবে আল্লাহ তার পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন;

. ﷺ

"অআনা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁউ অবিল ইসলা-মি দীনাঁউ অবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামা রাসূলা।"

অর্থাৎ, আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য উপাস্য, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, ইসলাম আমাদের দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ আমাদের রসূল হওয়ার ব্যাপারে আমারা সন্তুষ্ট ও সম্মত। *(মুসলিম ৩৮৬ নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাঊদ)*

৫০- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, 'এ যা বলল, অনুরূপ যে অন্তরের একীনের (প্রত্যয়ের) সহিত বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ২৪৭নং)*

কূপ খনন ও মসজিদ নির্মাণ করার ফযীলত

৫১- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পানির কোন কূপ খনন করে এবং তা হতে মানব, দানব পশু-পক্ষী (প্রভৃতি) পিপাসার্ত জীব পানি পান করে তবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২৬৫নং)*

জামাআতে নামায পড়া ও মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

৫২- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর। আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

৫৩- হযরত বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, "অন্ধকারে অধিকাধিক মসজিদের পথে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৩১০নং)*

৫৪- হযরত আবু উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন "যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহে থেকে ওযু করে (মসজিদের দিকে) বের হয় সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশতের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয় তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ৩১৫নং)*

মসজিদের প্রতি আসক্তি ও তথায় অবস্থানের ফযীলত

৫৫- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আযযা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।” *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

৫৬- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কোন ব্যক্তি যখন যিক্র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেইরূপ খুশী হন যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।” *(ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৩২২নং)*

৫৭- হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগার (ধর্মভীরু) ব্যক্তির ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ আরাম, করুণা এবং তার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতি পুলসিরাত অতিক্রম করে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ও আওসাত্ব, বায্যার সহীহ তারগীব ৩২৫ নং)*

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত

৫৮- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কি অভিমত তোমাদের, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনেই একটি নদী থাকে এবং সেই নদীতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সকলে বলল, ‘না, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।’ তিনি বললেন, “অনুরূপই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। ঐ নামাযসমূহের ফলেই (নামাযীর) সমস্ত গোনাহকে আল্লাহ মোচন করে দেন।” *(বুখারী ৫২৮নং, মুসলিম ৬৬৭নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

৫৯- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।” *(মুসলিম ২৩৩নং, তিরমিযী, প্রমুখ)*

৬০- হযরত আবু উসমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান ﷺ এর সহিত (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘হে আবু উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?’ আমি বললাম, ‘কেন করলেন?’ তিনি বললেন, ‘একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ এর সহিত গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, “হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?” আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, “মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায় যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

}

{

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু' প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথামাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ। *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত) (আহমদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৫৬নং)*

৬১- হযরত আব্দুল্লাহ বিন কুর্ত্ব ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বাগ্রে যার হিসাব নেওয়া হবে তা হল নামায। সুতরাং তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তার অন্যান্য সকল আমল সঠিক হবে। নচেৎ, তা বেঠিক হলে তার অন্যান্য সকল আমল বেঠিক ও ব্যর্থ হবে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৩৬৯নং)*

অধিকাধিক সিজদা করার ফযীলত

৬২- হযরত মা'দান বিন আবী তালহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূলের স্বাধীনকৃত (মুক্ত) দাস সওবান ﵁ এর সহিত সাক্ষাৎ করে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব, (অথবা বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমলের কথা বলে দিন।) কিন্তু উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ থাকলেন। পুনরায় আমি একই আবেদন রাখলাম। তবুও তিনি নীরব থাকলেন। আমি তৃতীয়বার আবেদন পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তুমি আল্লাহর জন্য অধিকাধিক সিজদা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুন একটি গোনাহ মোচন করবেন।" *(মুসলিম ৪৮৮নং তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

৬৩- হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক বান্দাই, যখন সে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, তার একটি গোনাহ ক্ষালন করে দেন এবং তাকে

একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী করে সিজদা কর।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৩৭৯নং)*

৬৪- হযরত রবীআহ বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে রাত্রিবাস করতাম এবং তাঁর ওযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস হাজির করে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আমার নিকট কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি জান্নাতে আপনার সংসর্গ চাই।' তিনি বললেন, "এছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'ওটাই (আমার বাসনা)।' তিনি বললেন, "তাহলে অধিক অধিক সিজদা করে (নফল নামায পড়ে) এ ব্যাপারে আমার সহায়তা কর।" *(মুসলিম ৪৮৯ নং, আবু দাউদ, প্রমুখ)*

প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত

৬৫- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, "যথা সময়ে (প্রথম অক্তে) নামায পড়া।" আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ৫২৭নং, মুসলিম ৮৫নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

৬৬-উক্ত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ হতেই বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবর্গের নিকট এসে বললেন, "তোমরা কি জান, তোমাদের প্রতিপালক তাবারাকা অতাআলা কি বলেন?" সকলে বলল, আল্লাহ ও তদীয় রসূল অধিক জানেন। (এইরূপ প্রশ্নোত্তর তিনবার হওয়ার পর) তিনি বললেন, "(আল্লাহ বলেন,) আমার ইজ্জত ও মহিমার শপথ! যে ব্যক্তি যথা সময়ে নামায আদায় করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি অসময়ে নামায আদায় করবে তাকে ইচ্ছা করলে আমি দয়া করব, নচেৎ ইচ্ছা করলে শাস্তিও দেব।" *(ত্বাবারানী, কাবীর, সহীহ তারগীব ৩৯৫নং)*

জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত

৬৭- হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।” *(বুখারী ৬৪৫নং, মুসলিম ৬৫০নং)*

৬৮- হযরত উসমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে ওযু করে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে (মসজিদে) যায়, অতঃপর তা ইমামের সহিত আদায় করে সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।” *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৪০১নং)*

৬৯- হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “এই নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি জানত যে, তাতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য কত সওয়াব নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই সে হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়েও হাজির হত। *(ত্বাবারানী,সহীহ তারগীব ৪০৩নং)*

৭০-হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন জামাআতে নামায আদায় করবে এবং তাতে তাহরীমার তকবীরও পাবে, (সেই ব্যক্তির জন্য দুটি মুক্তি লিখা হয়; দোযখ থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪০৪নং)*

জামাআতে লোক বেশি হওয়ার ফযীলত

৭১-হযরত উবাই বিন কা’ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার পর বললেন, “অমুক উপস্থিত আছে?” সকলে বলল, না। (দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজে) তিনি বললেন, “অমুক উপস্থিত আছে?” সকলে বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, “অবশ্যই এই দুই নামায (এশা ও ফজর) মুনাফেকদের জন্য সবচেয়ে ভারী নামায। উক্ত দুই নামাযে কি সওয়াব নিহিত আছে তা যদি তোমরা জানতে তাহলে হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়েও তা জামাআতে আদায়ের

উদ্দেশ্যে অবশ্যই হাজির হতে। আর প্রথম কাতার ফিরিশতাগণের কাতারের সমতুল্য। যদি তোমরা তাতে নিহিত মাহাত্ম্য বিষয়ে অবগত হতে তবে নিশ্চয় (প্রথম কাতারে খাড়া হওয়ার জন্য) প্রতিযোগিতা করতে। এক ব্যক্তির কোন অন্য ব্যক্তির সহিত জামাআত করে পড়া নামায একাকী পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অনুরূপ অন্য দুই ব্যক্তির সহিত জামাআত করে পড়া নামায এক ব্যক্তির সহিত জামাআত করে পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। এইভাবে জামাআতের লোক সংখ্যা যত অধিক হবে ততই আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট অধিক প্রিয়।" *(আহমদ, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৪০৬নং)*

নির্জন প্রান্তরে নামায পড়ার ফযীলত

৭২- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, জামাআতে পড়া নামায পঁচিশটি নামাযের সমতুল্য। যদি কেউ সেই নামায কোন জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে এবং তার রুকু ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে তবে ঐ নামায পঞ্চাশটি নামাযের সমমানে পৌঁছায়।" *(আবু দাঊদ, সহীহ তারগীব ৪০৭নং)*

৭৩- হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমার প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বত চূড়ায় সেই ছাগলের রাখালকে দেখে যে নামাযের জন্য আযান দিয়ে (সেখানেই) নামায আদায় করে; আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বলেন, "তোমরা আমার এই বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান দিয়ে নামায কায়েম করছে! সে আমাকে ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।" *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২৩৯ নং)*

এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত

৭৪- হযরত উসমান বিন আফ্ফান ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার

নামায জামাআতের সঙ্গে পড়ল সে যেন অর্ধ রাত্রি নফল নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়ল সে যেন পুরো রাত্রিই নামায পড়ল।” *(মালেক, মুসলিম ৬৫৬নং, আবু দাঊদ)*

৭৫- হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “(ফজরের সময়) যে ব্যক্তি (স্বগৃহে) ওযু করে। অতঃপর মসজিদে এসে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে। অতঃপর বসে (অপেক্ষা ক'রে) ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সেই ব্যক্তির সেদিনকার নামায নেক লোকদের নামাযরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার নাম পরম করুণাময় (আল্লাহর) প্রতিনিধিদলের তালিকাভুক্ত হয়।” *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৪১৩নং)*

bfmfp iVfv IpDtk (kânc)oxsr bIt

৭৬- হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায সম্পন্ন করে তখন তার উচিত সে যেন তার নামাযের কিছু অংশ (সুন্নত নামায) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে পড়া ঐ কিছু নামাযের মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।” *(মুসলিম ৭৭৮-নং)*

৭৭- হযরত যায়দ বিন সাবেত ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “হে মানবসকল! তোমরা স্বগৃহে নামায আদায় কর। যেহেতু ফরয নামায ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার স্বগৃহে পড়া নামায।” *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৪৩৭নং)*

৭৮- আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাহাবাগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, সম্ভবতঃ রসূল ﷺ এর উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করে তিনি বলেন, “লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা মানুষের স্বগৃহে নামায পড়ার ফযীলত ঠিক সেইরূপ যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের ফযীলত বহুগুণে অধিক।” *(বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ৪৩৮-নং)*

এক নামায পড়ার পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

৭৯- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযের অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে (অন্যান্য কর্ম হতে) আটকে রাখে। তাকে নামায ব্যতীত অন্য কিছু তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না।” *(বুখারী ৬৫৯নং, মুসলিম ৬৪৯নং)*

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে আটকে রাখে। (আগামী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মসজিদেই বসে থাকে।) আর সেই সময় ফিরিশতাবর্গ বলতে থাকেন, ‘হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।’ (এই দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামাযের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার ওযু নষ্ট হয়েছে।”

৮০- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সেই অশ্বারোহীর সমতুল্য যে তার অশ্বসহ আল্লাহর পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে।” *(আহমদ, ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৪৪৭নং)*

৮১- হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নামাযের জন্য বসে প্রতীক্ষারত ব্যক্তি নামাযের দণ্ডায়মান ব্যক্তির মত। তার নাম নামাযে মশগুল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত থাকে -তার স্বগৃহ থেকে বের হওয়া হতে পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।” *(ইবনে হিব্বান, আহমদ, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৪৫১নং)*

ফজর ও আসরের নামাযের প্রতি সবিশেষ যত্নবান হওয়ার ফযীলত

৮২- হযরত আবু মূসা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি শীতল (ফজর ও আসরের) দুই নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(বুখারী ৫৭৪নং, মুসলিম ৬৩৫নং)*

৮৩- হযরত আবু যুহাইর উমারাহ বিন রুয়াইবাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি তিনি বলেন, “এমন কোন ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা, যে সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায পড়বে। *(মুসলিম ৬৩৪নং)*

৮৪- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ফজর ও আসরের নামাযে রাত্রি ও দিনের (বিশিষ্ট) ফিরিশতা একত্রিত হন; ফজরের নামাযে সমবেত হয়ে রাত্রির ফিরিশতা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং দিনের ফিরিশ্তা (পৃথিবীতে) অবস্থান করেন। আবার আসরের নামাযে সমবেত হন। এক্ষণে দিনের ফিরিশতা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং রাত্রির ফিরিশ্তা অবস্থান শুরু করেন। (যাঁরা ঊর্ধ্বে যান) তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক (আল্লাহ) জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমার বান্দাদেরকে তোমরা কি অবস্থায় ছেড়ে এলে?’ তখন তাঁরা বলেন, ‘যখন আমরা ওদের নিকট গেলাম তখন ওরা নামাযে রত ছিল এবং যখন ওদেরকে ছেড়ে এলাম তখনও ওরা নামাযে মশগুল ছিল। সুতরাং ওদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেন।” *(বুখারী ৫৫৫নং, মুসলিম ৬৩২নং, নাসাঈ, আহমদ, ইবনে খুযাইমা, হাদীসের শব্দগুলি শেষোক্ত মুহাদ্দেসের।)*

ফজর ও আসর নামাযের পর নামাযের স্থানে নামাযীর বসে থাকার ফযীলত

৮৫- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।” বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।” অর্থাৎ কোন

অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)*

৮৬- উক্ত হযরত আনাস ﵁ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্‌রকারী দলের সহিত বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিক্‌রকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।” *(আবু দাঊদ, সহীহ তারগীব ৪৬২নং)*

ফজর ও মাগরেবের নামাযের পর বিশিষ্ট এক যিক্‌রের মাহাত্ম্য

৮৭- হযরত আব্দুর রহমান বিন গান্‌ম ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মাগরেব ও ফজরের নামায থেকে ফিরে বসা ও পা মুড়ার পূর্বে-

.

“লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুআ আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।” (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন, ও মুত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সর্ববস্তুর উপর সর্বক্ষমতাবান। ১০ বার পাঠ করে, আল্লাহ তার আমলনামায় প্রত্যেক বারের বিনিময়ে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশটি গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ যিকর) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শির্ক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমার্হ হয়। আর সে হয় আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠব্যক্তি; তবে

সেইব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে যে তার থেকেও উত্তম যিক্‌র পাঠ করবে।” *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৪৭২নং)*

প্রথম কাতারের ফযীলত

৮৮- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “লোকেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারে নিহিত মাহাত্ম্য জানত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য লটারি করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় না পেলে তারা লটারিই করত।” *(বুখারী ৬১৫নং, মুসলিম ৪৩৭নং)*

৮৯- হযরত নুমান বিন বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।” *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৪৮৯নং)*

কাতার মিলানো ও ফাঁক বন্ধ করার ফযীলত

৯০- হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফিরিশতাবর্গ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়।” *(ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

ইবনে মাজাহ এই উক্তি অধিক বর্ণনা করেছেন, “আর যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে সেই ব্যক্তিকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।” *(সহীহ তারগীব ৪৯৮নং)*

৯১- উক্ত হযরত আয়েশা হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫০২নং)*

৯২- হযরত বারা’ বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ---আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলতেন, “অবশ্যই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাবর্গ দুআ করতে থাকেন তাদের জন্য যারা প্রথম কাতার মিলিয়ে (ব্যবধান না রেখে) দাঁড়ায়। আর যে পদক্ষেপ দ্বারা বান্দা কোন কাতারের ফাঁক বন্ধ করতে যায় তা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কোন পদক্ষেপ অধিক পছন্দনীয় নয়।” *(আবু দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, অবশ্য এতে পদক্ষেপের উল্লেখ নেই, সহীহ তারগীব ৫০৪নং)*

ইমামের পশ্চাতে ‘আমীন’ বলার ফযীলত

৯৩- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইমাম যখন ***‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলাযযা-ল্লীন,*** বলে তখন তোমরা ***‘আমীন’*** বল। কারণ যার ‘আমীন, বলা ফিরিশতাবর্গের ‘আমীন’ বলার সাথে একীভূত হয় তার পিছেকার সকল পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।” *(মালেক, বুখারী ৭৮০নং, মুসলিম ৪১০নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

নামাযে ‘রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ’ বলার ফযীলত

৯৪- হযরত রিফাআহ বিন রাফে’ যারক্বী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর পশ্চাতে নামায পড়ছিলাম। যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন তিনি বললেন, “সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ।” এই সময় তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, ‘রাব্বানা অলাকাল হামদু হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহ।’ (অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, অজস্র, পবিত্র, বর্কতপূর্ণ প্রশংসা।) নামায শেষ করে (নবী ﷺ) বললেন, “ঐ যিক্‌র কে বলল?” লোকটি বলল, ‘আমি।’ তিনি বললেন, “ঐ যিক্‌র প্রথমে কে লিখবে এই নিয়ে ত্রিশাধিক ফিরিশতাকে আমি প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম।” *(মালেক, বুখারী ৭৯৯নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ)*

৯৫- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন ইমাম 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে তখন তোমরা 'আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বল। কেননা যার ঐ বলা ফিরিশতাগণের বলার সাথে একীভূত হয় তার পিছেকার সকল পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(মালেক, বুখারী ৭৯৬নং, মুসলিম ৪০৯নং, আবু দাঊদ ,তিরমিযী, নাসাঈ)*

নামাযে যা বলা হয় তা বুঝার ফযীলত

৯৬- উক্ববাহ বিন আমের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন মুসলিম পূর্ণরূপে ওযু করে নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা বুঝে (অর্থাৎ অর্থ জেনে মনোযোগ-সহকারে তা পড়ে) তখনই সে প্রথম দিনের শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে নামায সম্পন্ন করে।" *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৮৩ ও ৫৪৪নং)*

দিবারাত্রে বারো রাকাআত সুন্নতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফযীলত

৯৭- হযরত উম্মে হাবীবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বারো রাকআত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নত) নামায পড়লেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়।" *(মুসলিম ৭২৮নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী)*

তিরমিযীর বর্ণনায় কিছু শব্দ অধিক রয়েছে, "(ঐ বারো রাকআত নামায;) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পরে দুই রাকআত, এশার পরে দুই রাকআত, আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত।"

৯৮- হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে (এক

সালামে) চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।" *(নাসাঈ, এবং শব্দগুলি তাঁরই, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৭৭নং)*

ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত সুন্নতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফযীলত

৯৯-হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" *(মুসলিম ৭২৫নং, তিরমিযী)*

যোহরের পূর্বে ও পরে সুন্নতের বিশেষ ফযীলত

১০০- হযরত উম্মে হাবীবা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত (সুন্নত নামাযের) প্রতি সবিশেষ যত্নবান হবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" *(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৫৮-১নং)*

আসরের পূর্বে নফলের ফযীলত

১০১- হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা করেন যে ব্যক্তিzfnsvv iCshG yfv vfjzfk bfmfp ».Vis*(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৮৪নং)*

বিত্‌র নামাযের ফযীলত

১০২- হযরত আলী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, বিত্র ফরয নামাযের মত অবশ্যপালনীয় নয় তবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে সুন্নতের রূপদান করেছেন; তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ বিত্র (জোড়হীন), তিনি বিত্র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্র (বিজোড়) নামায পড়, হে আহলে কুরআন!" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৮৮-নং)*

তাহাজ্জুদের নিয়তে ওযু করে ঘুমানোর ফযীলত

১০৩- হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার অন্তর্বাসে এক ফিরিশতাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশতা বলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৯৪নং)*

১০৪- হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন। যে কোনও মুসলিম যখনই ওযুর অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, অতঃপর রাত্রিতে (সবাক) জেগে উঠে ইহকাল ও পরকাল বিষয়ক কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ তাকে তা প্রদান করে থাকেন।" *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৫নং)*

১০৫- হযরত আবু দারদা ﷺ নবী ﷺ এর নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন, "রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে এই নিয়ত (সংকল্প) করে যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় আশ্রয় নেয়, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় তাকে নিদ্রাভিভূত করে ফেলে এবং যদি এই অবস্থাতেই তার ফজর হয়ে যায় তবে তার আমলনামায় তাই লিপিবদ্ধ হয় যার সে নিয়ত (সংকল্প) করেছিল। আর তার ঐ নিদ্রা তার প্রতিপালকের তরফ হতে সদকাহ (দান) রূপে প্রদত্ত হয়।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৮-নং)*

শয্যাগ্রহণের সময় কতিপয় যিক্র ও দুআর মাহাত্ম্য

১০৬- হযরত বারা’ বিন আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “যখন তুমি বিছানায় শয়ন করার ইচ্ছা করবে তখন তুমি নামাযের জন্য ওযু করার মত ওযু করে নাও, অতঃপর তোমার ডান পার্শ্বে শয়ন করে বল,

.

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসলামতু নাফসী ইলাইক, অঅজ্জাহ্তু অজহী ইলাইক, অফাউওয়াযতু আমরী ইলাইক, অআলজা’তু যাহরী ইলাইক, রাগবাতাঁউ অরাহ্বাতান ইলাইক, লা মালজাআ, অলা মানজা, মিনকা ইল্লা ইলাইক। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অবিনাবিইয়্যিকাল্লাযী আরসালত্।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার আত্মা সমর্পণ করেছি, তোমার দিকে আমি আমার মুখমন্ডল ফিরিয়েছি, আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করেছি, এবং আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার দিকেই লাগিয়েছি (তোমার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখেছি)। এসব কিছু তোমার (সওয়াবের) আশায় ও তোমার (আযাবের) ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল ও অবলম্বন নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তাতে আমি ঈমান এনেছি এবং যে নবী প্রেরণ করেছ তাঁর প্রতিও বিশ্বাস রেখেছি।

এই দুআ বলার পর যদি তোমার ঐ রাত্রেই মৃত্যু হয় তাহলে তোমার মরণ ইসলামী প্রকৃতির উপর হবে। ঐ সময় যা তুমি বলবে তার সব শেষে এই দুআটি বলো।” *(বুখারী ৬৩১১নং, মুসলিম ২৭১০নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

১০৭- ফারওয়াহ বিন নাওফাল তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা নবী ﷺ নাওফালকে বললেন, “তুমি (কুল ইয়্যা আইয়্যু হাল কা-ফিরূন) পাঠ কর অতঃপর এর শেষে নিদ্রা যাও। কারণ উক্ত সূরা শির্ক থেকে মুক্তি পেতে উপকারী।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬০২নং)*

১০৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “দুটি এমন অভ্যাস যাতে কোন মুসলিম যত্নবান হলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অভ্যাস দুটি বড় সহজ, কিন্তু এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম; প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে দশবার ‘সুবহা-নাল্লাহ’, দশবার ‘আলহামদু লিল্লা-হ’, এবং দশবার ‘আল্লা-হু আকবার’ পাঠ করবে। (পাঁচ অক্তে) এগুলির সমষ্টি মুখে হল মাত্র দেড় শত; কিন্তু (নেকীর) মীযানে হবে দেড় হাজার। অনুরূপ শয্যাগ্রহণের সময়ও ৩৪ বার ‘আল্লাহু আকবার’, ৩৩ বার ‘আলহামদু লিল্লা-হ’ এবং ৩৩ বার ‘সুবহা-নাল্লা-হ’ পাঠ করবে। মুখে এগুলোর সমষ্টি হল একশত কিন্তু মীযানে হবে এক হাজার।”

(আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেন,) আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে উক্ত যিক্র গুনতে দেখেছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! অভ্যাস দুটি বড় সহজ অথচ এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম, তা কি করে হয়? তিনি বললেন, “(কারণ,) শয়নকালে শয়তান তোমাদের কারো নিকট উপস্থিত হয়; অতঃপর ঐগুলো বলার পূর্বেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অনুরূপ নামাযের সময়ও উপস্থিত হয়; ফলে ঐগুলো বলার পূর্বে তার কোন জরুরী কাজ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬০৩নং)*

১০৯- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রমযানের যাকাত পাহারা দেওয়ার হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাত্রি শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাত্রে সে তাঁকে বলে যায়, ‘বিছানায় শয়ন করে “আয়াতুল কুরসী” }

{ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করো। এতে তোমার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরাইরা ﷺ একথা নবী ﷺ এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, “জেনে রেখো ও সত্যই বলেছে অথচ ও ভীষণ মিথ্যুক। তিন তিন রাত্রি তুমি কার সহিত কথা বলেছ তা জান কি আবু হুরাইরা? (তিনি বলেন,) আমি

বললাম, না। (রসূল ﷺ বললেন, "ও ছিল শয়তান!" *(বুখারী ৩২৭৫নং, ইবনে খুযাইমা, প্রমুখ)*

রাত্রে জাগরণকালে বিশেষ যিক্রের ফযীলত

১১০- হযরত উবাদাহ বিন সামেত رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে (ঘুমাতে ঘুমাতে সবাক) জেগে উঠলে বলে,

.

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল হামদু লিল্লা-হ, অসুবহা-নাল্লাহ, অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ অল্লা-হু আকবার, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থাৎ- 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক,তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ মহাপবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত পাপ হতে ফিরার ও সৎকর্ম করার কোন সাধ্য কারো নেই।'

অতঃপর সে ব্যক্তি যদি *'আল্লাহুম্মাগফিরলী,* (অর্থাৎ আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও) বলে অথবা কিছু প্রার্থনা করে তবে তার নিকট থেকে মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে তবে তার নামায কবুল করা হয়।" *(বুখারী ১১৫৪নং, আসহাবে সুনান)*

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

১১১- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে (ঘাড়ে) তিনটি গাঁট মেরে দেয়। প্রত্যেক গাঁটের সময় এই মন্ত্র পড়ে

অভিভূত করে দেয়, ‘তোমার এখনো লh Ocmfsk ˆf vfk hfjD, zk fLb[jde h^frv dpjXv jsv ksh ïfz qsr kaofu ldp ns Qfvkcn '.Kfj fLb Jcst pfq, zk}iv bfmfp iVst[jde h^Jcst pfq, zk}iv zpc jvst zfv lAm W…Ist Iusvv nmq sn .Jcst pfqƒ fLbocstf[njt h zftnAHvf (cl bf iVst kfrf)f bkch .sE…IcdkGHvf mb dbsq ± ».sE…HfvD mb dbsq sn Iusv *(মালেক, বুখারী ১১৪২নং, মুসলিম ৭৭৬নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

১১২- উক্ত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতেই বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহার্রমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।” *(মুসলিম ১১৬৩নং, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ)*

১১৩- হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর বাণী হতে সর্বপ্রথম যা শুনেছি তা হল, “হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম,সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

১১৪- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।” তা শুনে আবু মালেক আশআরী رضي الله عنه বললেন, ‘সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।” *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

১১৫- হযরত জাবের رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “রাত্রিকালে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে যখনই তা লাভ করে মুসলিম ব্যক্তি ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে তখনই তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক রাত্রিতেই ঐ মুহূর্ত আবির্ভূত হয়ে থাকে।” *(মুসলিম ৭৫৭নং)*

১১৬- হযরত আবু উমামাহ বাহেলী ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যাসী হও। কারণ, তা তোমাদের পূর্বতন নেক বান্দাদের অভ্যাস; তোমাদের প্রভুর নৈকট্যদানকারী ও পাপক্ষালনকারী এবং গোনাহ হতে বিরতকারী আমল।” *(তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১৮- নং)*

১১৭- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ ও আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে রাত্রে ঘুম থেকে জাগিয়ে উভয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অথবা দুই রাকআত নামায পড়ে তখন তাদের প্রত্যেকের নাম (আল্লাহর) যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীদের তালিকাভুক্ত হয়।” *(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম সহীহ তারগীব ৬২০ নং)*

১১৮- হযরত আবু দারদা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের প্রতি (সন্তুষ্ট হয়ে) হাসেন এবং তাদের কারণে খুশী হন; (প্রথম) সেই ব্যক্তি যার নিকট স্বদলের পরাজয় প্রকাশ পেলে নিজের জান দিয়ে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার ওয়াস্তে যুদ্ধ করে। এতে সে হয় শহীদ হয়ে যায় নতুবা আল্লাহ তাকে সাহায্য (বিজয়ী) করেন ও তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমার এই বান্দাকে তোমরা লক্ষ্য কর, আমার জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে কেমন ধৈর্য ধরেছে?’

(দ্বিতীয়) সেই ব্যক্তি যার আছে সুন্দরী স্ত্রী এবং নরম ও সুন্দর বিছানা। কিন্তু সে (এসব ত্যাগ করে) রাত্রে উঠে নামায পড়ে। এর জন্য আল্লাহ বলেন, ‘সে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে আমাকে স্মরণ করছে, অথচ ইচ্ছা করলে সে নিদ্রা উপভোগ করতে পারত।’

আর (তৃতীয়) সেই ব্যক্তি যে সফরে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কাফেলা। কিছু রাত্রি জাগরণ করে সকলে ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু সে শেষরাত্রে উঠে কষ্ট ও আরামের সময় নামায পড়ে।” *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২৩ নং)*

১১৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ১০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হয় না, যে ১০০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে আবেদদের তালিকাভুক্ত হয়। আর যে ১০০০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে অজস্র সওয়াব অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত হয়।” *(আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৬৩৩ নং)*

১২০- হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার (পূর্ণ) অযীফা (তাহাজ্জুদের নামায, কুরআন ইত্যাদি) অথবা তারকিছু অংশ রেখে ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু তা যদি ফজর ও যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয় তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াবই লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে ঐ অযীফা রাত্রেই সম্পন্ন করেছে।” *(মুসলিম ৭৪৭ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ)*

সকাল সন্ধ্যায় পঠনীয় যিক্‌রের ফযীলত

১২১- মুআয বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, একদা আমরা বৃষ্টিময় ঘোর অন্ধকার রাত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ কে খুঁজতে বের হলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাদের নামাযের ইমামতি করবেন। আমরা তাঁকে পেয়ে নিলে তিনি বললেন, “বল।” আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, “বল।” আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, “বল।” এবারে আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! কি বলব?’ তিনি বললেন, *“কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস’* সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৪৩ নং)*

১২২- হযরত শাদ্দাদ বিন আওস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সাইয়েদুল ইস্তিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠতম দুআ) বান্দার এই বলা,

.

(আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী অআনা আবদুকা অ আনা আলা আহদিকা অঅ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউযু বিকা মিন শার্রি মা সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, অআবূউ বিযামবী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা।)

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি তোমার সঙ্গে কৃত

প্রতিজ্ঞা ও অiv zfmfv …Djfsvv

.nfLAmk jfsqm vsqdY

t rsk jxkjsmGv zm zfmfv

skfmfv dbje zfwaq

iv…zfmfv .iafKGbf jvdY

il vsqsY kf©skfmfv sp n

Djfv zfdm skfmfv dbje zfmfv ifsiv jKfW .jvdY .Djfv jvdY skfmfv dbje mf]nckvfQ kcdm zfmfsj jfvB, ifivfdw .jsv lfW mfI ƒ…kcdm YfVf zfv sj .jvsk ifsv bf

যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে দৃঢ়প্রত্যয়ের সহিত তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি প্রভাতকালে এর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(বুখারী ৬৩০৬ নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

১২৩- হযরত আবু হুরাইরা ؓ বলেন, একব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! গতরাত্রে এক বিচ্ছুতে আমাকে দংশন করলে বড় কষ্ট হয়!’ তিনি বললেন, “শোনো! তুমি যদি সন্ধ্যার সময় (নিম্নের দুআ) বলতে তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারত না;

▪

"আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব।'

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মালেক, মুসলিম ২৭০৯ নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

১২৪- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় ১০০বার করে 'সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহ' (অর্থাৎ আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যে সওয়াবপুঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হবে তার চেয়ে অধিক আর অন্য কেউ উপস্থিত করতে পারবে না। অবশ্য সে পারবে যে ওর অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিকবার ঐ যিক্র পাঠ করে থাকবে।" *(মুসলিম ২৬৯২ নং, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাঊদ)*

১২৫- উক্ত হাদীসটিকে ইবনে আবিদ্দুনয়্যা এবং হাকেমও বর্ণনা করেছেন। হাকেমের শব্দাবলী নিম্নরূপঃ-

"যে ব্যক্তি প্রভাতকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যাকালে ১০০বার 'সুবহা-নাল্লা-হি অ বিহামদিহ' পাঠ করে সেই ব্যক্তির পাপরাশি সমুদ্রের ফেনার চেয়ে অধিক হলেও মাফ হয়ে যায়।" *(সহীহ তারগীব ৬৪৭ নং)*

১২৬- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন , "যে ব্যক্তি-

▪

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।' প্রত্যহ একশত বার পাঠ করবে সেই ব্যক্তির দশটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হবে। তার আমলনামায় ১০০টি নেকী লিপিবদ্ধ হবে, তার ১০০টি পাপ মোচন করা হবে, আর ঐ যিক্র তার পড়ার দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে। এর চেয়ে অধিক যে পাঠ করবে সে ছাড়া (কিয়ামতে) আর অন্য কেউ তার অনুরূপ সওয়াবপুঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না।" *(বুখারী ৩২৯৩ নং, মুসলিম ২৬৯১ নং)*

১২৭- হযরত উসমান বিন আফফান ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে কোনও বান্দা প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় (নিম্নের দুআ) তিনবার পাঠ করবে তাকে কোন কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না;

.

'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মাআসমিহী শাইয়্যুন ফিল আরযি অলা ফিস সামা-ই অহুয়াস্ সামীউল আলীম।'

অর্থাৎ- সেই আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি যাঁর নামের সহিত পৃথিবী ও আকাশের কোনও বস্তু অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।' *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬৪৯ নং)*

১২৮- আম্র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর (আমরের) পিতামহ হতে এবং তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে, তার জন্য তা ১০০টি (মক্কায় কুরবানীযোগ্য) উষ্ট্রী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে তার জন্য তা আল্লাহর পথে (জিহাদের) জন্য সওয়ারী ১০০টি ঘোড়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'আল্লাহ আকবার' বলবে, তার জন্য তা ১০০টি ক্রীতদাস স্বাধীন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০বার *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'* বলবে সে ব্যক্তির আমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কিয়ামতে আর অন্য কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। অবশ্য যদি কেউ তারই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিকবার ঐ যিক্র বলে থাকে তবে সে পারবে।" *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৫১ নং)*

১২৯- হযরত উবাই বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁর এক খেজুরের খামার ছিল। সেখান হতে খেজুর কম হয়ে যাচ্ছিল। তাই এক রাত্রিতে তিনি পাহারা দিয়ে থাকলেন। হঠাৎ তিনি তরুনের ন্যায় এক জন্তু দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন সে তাঁর সালামের উত্তরও দিল। তিনি তার উদ্দেশে

বললেন, ‘কে তুমি? জিন অথবা ইনসান?’ সে বলল, ‘আমি জিন।’ তিনি বললেন, ‘কৈ তোমার হাতটা আমাকে দেখতে দাও।’ সে তার হাত দেখতে দিল। তার হাত ছিল ঠিক কুকুরের পায়ের মত। তার দেহের লোমও ছিল কুকুরের মত। তিনি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, ‘জিনের সৃষ্টিগত আকৃতি কি এটাই?’ সে বলল, ‘জিনরা জানে যে তাদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক বলবান পুরুষ আর কেউ নেই।’ তিনি বললেন, ‘এখানে কি জন্য এসেছ?’ সে বলল, ‘আমরা খবর পেলাম যে, তুমি দান করতে ভালোবাস। তাই তোমার খাদ্যসম্ভার হতে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।’ তিনি বললেন, ‘আচ্ছা, তোমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় কি?’ সে বলল, ‘(উপায়) সূরা বাক্বারার এই আয়াত পাঠ (আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যূম)। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল অবধি আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সকালে তা পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।’

অতঃপর সকাল হলে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এসে রাত্রের বৃত্তান্ত উল্লেখ করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, “খবীস সত্যই বলেছে।” *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৫৫ নং)*

১৩০- হযরত আবু দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সকালে ১০বার এবং সন্ধ্যায় ১০বার আমার উপর দরূদ পাঠ করে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে।” *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৫৬ নং)*

দ্বিগুণ সওয়াববিশিষ্ট যিকরের ফযীলত

১৩১- হযরত জুয়াইরিয়্যাহ _ হতে বর্ণিত, তিনি ফযরের নামায পড়ে তার মুসাল্লায় বসে (তসবীহ পাঠে রত) ছিলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে (কোথাও) গেলেন। অতঃপর ঠিক চাশতের সময় ফিরে এসে দেখলেন, জুয়াইরিয়্যাহ তখনো মুসাল্লায় বসে আছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, “তুমি সেই অবস্থায় এখনো বসে আছ, যে অবস্থায় আমি তোমাকে (ফজরের সময়) ছেড়ে গেছি? জুয়াইরিয়্যাহ বললেন, ‘হ্যাঁ।’

নবী ﷺ বললেন, “আমি তোমার (নিকট থেকে যাওয়ার) পর চারটি কলেমা তিনবার পাঠ করেছি; সে কয়টিকে যদি তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তা দিয়ে ওজন কর তবে অবশ্যই পরিমাণে সমান হয়ে যাবে। আর তা হল,

.

সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, অরিযা নাফসিহী, অযিনাতা আরশিহী, অমিদা-দা কালিমা-তিহ্।

অর্থাৎ- “আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর নিজ মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজন বরাবর ও তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা।” (আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই।) *(মুসলিম ২৭২৬ নং)*

বাজারে তাহলীল পড়ার ফযীলত

১৩২- হযরত উমার বিন খাত্তাব رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের দুআ) বলে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।”

.

‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূতু, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।’

অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব ও তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু

নেই। তাঁর হাতেই সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। *(সহীহ তিরমিযী ২৭২৬ নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮-১৭ নং)*

মজলিস থেকে উঠার সময় যিকরের (কাফ্ফারাতুল মজলিসের) ফযীলত

১৩৩- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসে, যাতে তার শোর-গোল বেশী হয়ে থাকে, তবে ঐ মজলিস থেকে উঠার পূর্বে যদি সে (নিম্নের দুআ) বলে তবে উক্ত মজলিসে তার স্বকৃত গোনাহসমূহকে মার্জনা করা হয়। (দুআটি নিম্নরূপ)

▪

'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা আসতাগফিরুকা অআতূবু ইলাইক্।'

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি তওবা (অনুশোচনার সহিত প্রত্যাবর্তন) করছি। *(সহীহ তিরমিযী ২৭৩০ নং)*

'লা হাউলা ----র' ফযীলত

১৩৪- হযরত আবু মূসা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাইস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ বিন ক্বাইস! তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে এক ভান্ডারের কথা বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বল, লা হাউলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।" (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সৎকর্ম করার ও পাপ থেকে ফিরার কারো কোন ক্ষমতা নেই। *(বুখারী ৬৪০৯ নং, মুসলিম ২৭০৪ নং)*

দরূদ শরীফের ফযীলত

১৩৫- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন।” *(মুসলিম ৪০৮ নং)*

১৩৬- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে (তার বিনিময়ে) সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মোচন করেন এবং তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।” *(সহীহ নাসাঈ ১২৩০ নং)*

চাশ্তের নামাযের মাহাত্ম্য

১৩৭- হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদু লিল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ, এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশ্তের দুই রাকআত নামায।” *(মুসলিম ৭২০ নং)*

১৩৮- হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।” সকলে বলল, ‘এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে

সক্ষম না হও তবে দুই রাকআত চাশ্তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।” *(আহমদ, ও শব্দগুলি তাঁরই, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১ নং)*

১৩৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ؓ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ সফরে তারা বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ ক'রে খুব শীঘ্রই ফিরে আসে। লোকেরা তাদের যুদ্ধস্থানের নিকটবর্তিতা, লব্ধ সম্পদের আধিক্য এবং ফিরে আসার শীঘ্রতা নিয়ে সবিস্ময় বিভিন্ন আলোচনা করতে লাগল। তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্র, ওদের চেয়ে অধিকতর লব্ধ সম্পদ এবং ওদের চেয়ে শীঘ্রতর ফিরে আসার কথার সন্ধান বলে দেব না? যে ব্যক্তি সকালে ওযু করে চাশ্তের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় সে ব্যক্তি ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করে, ওদের চেয়ে অধিকতর সম্পদ লাভ করে এবং ওদের চেয়ে অধিকতর শীঘ্র ঘরে ফিরে আসে।” *(আহমদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৬৩ নং)*

১৪০- হযরত উক্ববাহ বিন আমের জুহানী ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, 'হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমাংশে তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়তে অক্ষম হয়ো না, আমি তার প্রতিদানে তোমার দিনের শেষাংশের জন্য যথেষ্ট হব।” *(আহমদ, আবু য়্যালা, সহীহ তারগীব ৬৬৬ নং)*

১৪১- হযরত আবু দারদা ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি চাশতের দু রাকআত নামায পড়বে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হবে না। যে ব্যক্তি চার রাকআত পড়বে সে আবেদগণের তালিকাভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি ছয় রাকআত পড়বে তার জন্য ঐ দিনে (আল্লাহ তার অমঙ্গলের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি আট রাকআত পড়বে আল্লাহ তাকে একান্ত অনুগতদের তালিকাভুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি বারো রাকআত পড়বে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একগৃহ নির্মাণ করবেন। এমন কোন দিন বা রাত্রি নেই যাতে আল্লাহর কোন অনুগ্রহ নেই; তিনি তাঁর

বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা দানস্বরূপ উক্ত অনুগ্রহ করে থাকেন। আর তাঁর যিক্‌রে প্রেরণা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দার প্রতিই করেননি।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৬৭১ নং)*

জুমআহ ও তদুদ্দেশ্যে যাওয়ার ফযীলত

১৪২- হযরত আবু হুরাইরা ﷻ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে জুমআর উদ্দেশ্যে (মসজিদে) উপস্থিত হয়। অতঃপর মনোযোগ সহকারে (খুতবাহ) শ্রবণ করে ও নীরব থাকে সেই ব্যক্তির ঐ জুমআহ থেকে দ্বিতীয় জুমআহর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত এবং অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবা চলাকালে) কাঁকর স্পর্শ করে সে অসার (ভুল) কাজ করে।” *(মুসলিম ৮৫৭ নং আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)*

১৪৩- উক্ত আবু হুরাইরা ﷻ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ হতে অপর জুমআহ পর্যন্ত ও এক রমযান অপর রমযান পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তীকালের সংঘটিত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকা হয় তবে। *(মুসলিম ২৩৩ নং, প্রমুখ)*

১৪৪- হযরত আওস বিন আওস সাক্বাফী ﷻ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথা নিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে (মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খোতবা) শ্রবণ করে, এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) রোযা ও নামাযের সওয়াব লাভ হয়।” *(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬৮৭ নং)*

জুমআর উদ্দেশ্যে সকাল-সকাল মসজিদে আসার ফযীলত

১৪৫- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকীর গোসলের মত গোসল করে অতঃপর প্রথম সময়ে (মসজিদে গিয়ে) উপস্থিত হয় সে যেন এক উষ্ট্রী কুরবানী করে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে উপস্থিত হয় সে যেন একটি গাভী কুরবানী করে। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে পৌঁছে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট মেষ কুরবানী করে। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে পৌঁছে সে যেন একটি মুরগী উৎসর্গ করে। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে পৌঁছে সে যেন একটি ডিম দান করে। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবাদানের জন্য) বের হয়ে যান (মেম্বরে চড়েন) তখন ফিরিশতাগণ (হাজরী খাতা গুটিয়ে) যিক্র (খুতবা) শুনতে উপস্থিত হন।” *(মালেক, বুখারী ৮৮১, মুসলিম ৮৫০, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)*

জুমআর রাত্রে বা দিনে সূরা কাহ্ফ পাঠ করার ফযীলত

১৪৬- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে।” *(নাসাঈ, বাইহাকী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৭৩৫ নং)*

মুর্দাকে গোসল ও কাফন দেওয়ার ফযীলত

১৪৭- হযরত আবু রাফে ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন (মৃত) মুসলিমকে গোসল দেয়, অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা চল্লিশ বার ক্ষমা করে দেন।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'সে তার পাপরাশি হতে সেইদিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বের হবে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"

আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তার চল্লিশটি গোনাহ মাফ করা হবে।"

"আর যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে কাফন পড়াবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশ্তের সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি তার জন্য কবর খুঁড়ে তাতে তাকে দাফন করবে, আল্লাহ তার জন্য এমন এক গৃহের সওয়াব জারী করে দেবেন যা সে কিয়ামত পর্যন্ত বাস করার জন্য দান করে থাকে।" *(হাকেম, বাইহাক্বী, ত্বাবারানীর কাবীর, আহকামুল জানায়েয ৫১ পৃঃ)*

১৪৮- হযরত আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দেয় অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তার গোনাহসমূহকে গোপন করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে কাফন পরাবে আল্লাহ তাকে (পরকালে) সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র পরিধান করাবেন।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৫৩নং)*

জানাযার সাথে যাওয়া ও জানাযার নামায পড়ার ফযীলত

১৪৯- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার হবে এক 'ক্বীরাত্ব' নেকী। আর যে ব্যক্তি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার হবে দুই 'ক্বীরাত্ব' নেকী। জিজ্ঞাসা করা হল, 'দুই ক্বীরাত্ব কি? তিনি বললেন, "দুই সুবৃহৎ পর্বত সমতুল্য।" *(বুখারী ১৩২৫নং, মুসলিম ৯৪৫নং)*

১৫০- আল্লাহর রসূল ﷺ এর স্বাধীনকৃত দাস সওবান ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে তার এক ক্বীরাত' সওয়াব লাভ হয়। অতঃপর যদি সে লাশ দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে তবে তার দুই 'ক্বীরাত' সওয়াব লাভ হয়। আর 'ক্বীরাত্ব' হল উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য।" *(মুসলিম ৯৪৬ নং)*

শিশু সন্তান মারা গেলে পিতামাতার ধৈর্যের ফযীলত

১৫১- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে মুসলিম ব্যক্তির নাবালক তিনটি শিশু মারা যায় আল্লাহ তাকে তাদের প্রতি তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে বেহেশ্ত দান করবেন।" *(বুখারী ১৩৮১ নং)*

১৫২- হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, মহিলারা একদা নবী ﷺ কে বলল, 'আমাদের (শিক্ষার) জন্য আপনার একটা দিন নির্ধারণ করুন। কারণ, আপনার নিকট আমাদের উপর পুরুষরাই প্রাধান্য লাভ করেছে।' সুতরাং তিনি তাদের জন্য একটা দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঐ দিনে তাদেরকে সাক্ষাৎ করে নসীহত করলেন এবং বহু কিছু আদেশ দান করলেন। তাদেরকে তিনি ঐ দিনে যা বলেছিলেন তন্মধ্যে তাঁর একটি উক্তি ছিল, "যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে সেই মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।"

এক মহিলা বলল, 'আর দুটি মারা গেলে?' তিনি বললেন, "দুটি মারা গেলেও। (তারা তার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে।)" *(বুখারী ১০১ নং, মুসলিম ২৬৩৩ নং)*

১৫৩- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর মুমিন বান্দার জগদ্বাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন (সন্তান)কে তুলে নেন; কিন্তু এর ফলে সে তাতে ধৈর্য ধরে ও সওয়াবের আশা রাখে, তখন তিনি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন সওয়াব প্রদান করতে পছন্দ করেন না।" *(নাসাঈ, আহকামুল জানায়েয ২৩ পৃঃ)*

গর্ভচ্যুত ভ্রূণের মাহাত্ম্য

১৫৪- হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেশ্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবে- যদি ঐ মা (তার

গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সওয়াবের আশা রাখে তবে।” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৫নং)*

বিপদের সময় ‘ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন’ পাঠের ফযীলত

১৫৫- নবী ﷺ এর পত্নী উম্মে সালামাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কোন বান্দার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে যদি বলে,

(অর্থাৎ, অবশ্যই আমরা সকলে আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই বিপদে সওয়াব দান কর এবং ওর চাইতে উত্তম বস্তু বিনিময়ে দান কর।)

তাহলে আল্লাহ তার ঐ বিপদে তাকে সওয়াব দান করেন এবং বিনিময়ে তাকে ওর চাইতে উত্তম বস্তু প্রদান করেন।”

হযরত উম্মে সালামাহ বলেন, ‘অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ পরলোকগমন করলেন তখন আল্লাহর রসূল ﷺ এর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ দুআ পড়েছিলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে (আমার স্বামীর) বিনিময়ে তাঁর চেয়ে উত্তম (স্বামী) রসূল ﷺ কে দান করলেন।’ *(মুসলিম ৯১৮-নং)*

বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার গুরুত্ব

১৫৬-হযরত আম্র বিন হায্ম رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে কোনও মুমিন ব্যক্তি তার ভায়ের বিপদে (সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করার সাথে) তাকে সান্ত্বনা দান করবে, আল্লাহ সুবহানাহ তাকে দিয়ামতের দিন সম্মানের লেবাস পরিধান করাবেন।” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০১নং)*

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ধৈর্য ধরার ফযীলত

১৫৭- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি আমার বান্দাকে যখন তার দুই প্রিয় বস্তু (চক্ষু)কে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করি, আর সেও এতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন ঐ দুয়ের বিনিময়ে তাকে বেহেশ্‌ত্‌ দান করি।” *(বুখারী ৫৬৫৩নং)*

যাকাত প্রদানের মাহাত্ম্য

১৫৮-হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বলল, ‘আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।’ সকলে বলল, ‘আরে, কি হল ওর কি হল?’ নবী ﷺ বললেন, “ওর কোন প্রয়োজন আছে।” (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন,) “তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সহিত কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।” *(বুখারী ১৩৯৬নং, মুসলিম ১৩নং)*

১৫৯- হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যদি কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়?’ উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয় সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার অনিষ্ট দূর হয়ে যায়।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৭৪০নং)*

বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ থেকে দান করার ফযীলত

১৬০- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

১৬১- হযরত আদী বিন হাতেম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হয়। যদি এক টুকরা খেজুরও না পাও তবে উত্তম কথা বলে।" *(বুখারী ১৪১৭ নং, মুসলিম ১০১৬ নং)*

১৬২- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সওয়াবের দিক থেকে কোন সদকাহ সবচেয়ে বড়?' উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার সুস্থতা ও অর্থপ্রয়োজন থাকা অবস্থায় কৃত সদকাহ, যখন তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করো না। পরিশেষে তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগতপ্রায় হবে তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত (সদকাহ), অথচ তা তো (প্রকৃতপক্ষে) অমুক (ওয়ারিসের) জন্যই।" *(বুখারী ১৪১৯ নং, মুসলিম ১০৩২ নং)*
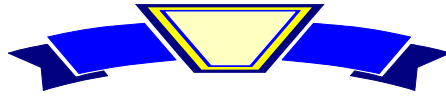
গোপনে দান করার গুরুত্ব

১৬৩- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ)

ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি যে কিছু দান করে এমনভাবে গোপন করে যাতে তার ডান হাত যা দান করে তার বাম হাতও জানতে পারে না।” *(বুখারী ৬৬০ নং, মুসলিম ১০৩১ নং)*

১৬৪- হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

সচ্ছলতা রেখে দান করার গুরুত্ব

১৬৫- হযরত হাকীম বিন হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “উঁচু (দাতা) হাত নিচু (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা উত্তম। তাদের মাধ্যমে ব্যয় করা আরম্ভ কর যাদের তুমি প্রতিপালন করছ। সবচেয়ে উত্তম হল সেই দান, যার পর সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ যে দানের পর অভাব না আসে।) আর যে ব্যক্তি (যাচ্ঞা হতে) পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন এবং যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী (অভাবমুক্ত) রাখবেন।” *(বুখারী ১৪২৭ নং)*

দান করার ফযীলত

১৬৬- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্‌তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।’ আর দ্বিতীয়জন বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।” *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

১৬৭- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, ‘তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।” *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

১৬৮- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করে বলেন, (ওদের উপমা) দুটি লোকের মত যাদের পরিধানে থাকে একটি করে লোহার জুব্বা। তাদের হাতদুটি বুক ও টুঁটির সাথে জড়ীভূত। এরপর দানশীল যখনই একটি কিছু দান করে তখনই সেই জুব্বা তার দেহে ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি (ঢিলার কারণে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখনই সেই জুব্বা তার দেহে আরো এঁটে যায় এবং প্রতিটি কড়া তার নিজের জায়গা বসে যায়।” বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা) বলেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে দেখেছি, তিনি তাঁর আঙ্গুল নিজের জামার বুকের খোলা অংশে রেখে ইঙ্গিত করলেন। তুমি তাঁকে দেখলে দেখতে, তিনি জুব্বাকে ঢিলা করতে চেষ্টা করলেন অথচ তা ঢিলা হল না। *(বুখারী ৫৭৯৭ নং, মুসলিম ১০২১ নং)*

Dv lfb ²fmDv mft rsk jvfv IpDtk

১৬৯- হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, মহিলা যখন তার (স্বামী) গৃহের খাদ্য হতে (অনিষ্ট বা) অপব্যয় না করে (ক্ষুধার্তকে) দান করে তখন তার জন্য তার দান করার সওয়াব হয়। তার স্বামীর জন্য তার উপার্জন করার সওয়াব লাভ হয়। আর অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় খাজাঞ্চীরও। ওদের কেউই কারো সওয়াব কিছুমাত্র কমিয়ে দেয় না।” *(বুখারী ১৪৪১ নং, মুসলিম ১০২৪ নং)*

দুধ খাওয়ার জন্য দুগ্ধবতী পশু ধার দেওয়ার ফযীলত

১৭০-হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শোনো! কোন ব্যক্তি কোন পরিবারকে এমন দুধাল পশু দুধ খাওয়ার জন্য (কিছুকাল অবধি) ধার দেয়; যে সকালে এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় এবং সন্ধ্যায়ও এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় তবে তার সওয়াব অবশ্যই খুব বড়।" *(মুসলিম ১০১৯ নং)*

১৭১- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "যে কোন দুগ্ধবতী পশু কাউকে দুধ খেতে ধার দেয়, তবে ঐ পশু (তার জন্য) সকালে সদকাহ্‌র সওয়াব অর্জন করে দেয় এবং সন্ধ্যাতেও সদকাহ্‌র সওয়াব অর্জন করে দেয়; সকালে সকালের পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যার পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে (ঐ সদকাহ্‌র সওয়াব লাভ হয়)।" *(মুসলিম ১০২০ নং)*

ফসল ও গাছ্‌ লাগানোর মাহাত্ম্য

১৭২- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে অতঃপর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়।" *(বুখারী ২৩২০ নং, মুসলিম ১৫৫৩ নং)*

পানি দান করার গুরুত্ব

১৭৩- হযরত সা'দ বিন উবাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?' তিনি উত্তরে বললেন, "পানি পান করানো।" *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭১ নং)*

১৭৪- উক্ত সা'দ হতেই বর্ণিত, 'তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব কোন দান সবচেয়ে উত্তম হবে?' তিনি বললেন, "পানি।"

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা'দ ﷺ একটি কুয়া খনন করে বললেন, 'এটি উম্মে সা'দের।' *(সহীহ আবু দাউদ ১৪৭৪ নং)*

১৭৫- হযরত সুরাক্বাহ বিন জু’শুম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে সেই হারিয়ে যাওয়া উঁট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উঁটের জন্য তৈরী করে রেখেছি। (ঐ) উঁটকে পানি পান করালে আমি সওয়াবের অধিকারী হব কি? তিনি বললেন, “হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী(কে পানি পান করানো)তে সওয়াব আছে।” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭২ নং)*

সাধারণ রোযার ফযীলত

১৭৬- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, “আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তবে রোযা নয়, যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।’ রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সহিত লড়তে চায় তবে সে যেন বলে, ‘আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।’ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু’টি খুশী, যা সে লাভ করে; যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারী নিয়ে খুশী হয়। আর যখন সে তার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার রোযা নিয়ে খুশী হবে। *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১ নং)*

১৭৭- হযরত সাহ্ল বিন সা’দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম ‘রাইয়ান।’ কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। রোযাদারগণ প্রবিষ্ট হয়ে গেলে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার

দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।" *(বুখারী ১৮৯৬ নং, মুসলিম ১১৫২ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

১৭৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কুরআন বলবে, 'আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী ﷺ বলেন, "অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।" *(আহমদ, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার 'কিতাবুল জু', সহীহ তারগীব ৯৬৯ নং)*

১৭৯- হযরত হুযাইফা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তটিলাভের আশায় কিছু সাদকাহ করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৯৭২ নং)*

১৮০- হযরত আবু উমামাহ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আজ্ঞা করুন।' তিনি বললেন, রোযা রাখ, কারণ এর কোন তুলনাই নেই।' পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আদেশ করুন।' তিনিও পুনঃ ঐ কথাই বললেন, "তুমি রোযা রাখ, কারণ এর কোন তুলনাই নেই।' *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম সহীহ তারগীব ৯৭৩ নং)*

১৮১- হযরত আবু সাঈদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই বান্দাকে আল্লাহ ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।" *(বুখারী ২৮৪০ নং, মুসলিম ১১৫৩ নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

১৮২- হযরত আম্র বিন আবাসাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই ব্যক্তি থেকে জাহান্নাম ১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ও আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৯৭৫ নং)*

রমযানের রোযা, তারাবীহ্‌র নামায ও বিশেষতঃ শবেকদরে নামাযের ফযীলত

১৮৩- হযরত আবুহুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে শবেকদরে নামায পড়বে তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখবে তারও পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।” *(বুখারী ১৯০১ নং মুসলিম ৭৬০ নং আবু দাউদ, নাসাঈ ,ইবনে মাজাহ)*

১৮৪- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাস রেখে সওয়াবের আশায় রমযানের (রাত্রে তারাবীহর) নামায পড়ে তার পূর্বেকার গোনাহসমূহ মোচন হয়ে যায়।” *(বুখারী ২০০৯ নং, মুসলিম ৭৫৯ নং, আবু দাউদ ,তিরমিযী, নাসাঈ)*

১৮৫- হাসান বিন মালেক বিন হুয়াইরিস তাঁর পিতা হতে, তিনি (মালেক) তাঁর (হাসানের) পিতামহ (হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপেই চড়ে বললেন, “আমীন।” অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, “আমীন।’ অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, “আ-মীন।” অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, “আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।’ তখন আমি (প্রথম) ‘আ-মীন’ বললাম, তিনি আবার বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে আল্লাহ তাকেও দূর করুন।’ এতে আমি (দ্বিতীয়) ‘আ-

মীন বললাম।’ অতঃপর তিনি বললেন, ‘যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না আল্লাহ তাকেও দূর করুন।’ এতে আমি (তৃতীয়) ‘আমীন বললাম।’’ *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

১৮৬- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “রমযান উপস্থিত হলে জান্নাতের দ্বারসমূহকে উন্মুক্ত করা হয়, দোযখের দ্বারসমূহকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় আর সকল শয়তানকে করা হয় শৃঙ্খলিত।” *(বুখারী ১৮৯৯, মুসলিম ১০৭৯)*

১৮৭- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “রমযান মাসের প্রথম রাত্রি যখন আগত হয় তখন সকল শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও খোলা হয় না। পরন্তু জান্নাতের সকল দরজা খুলে রাখা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী এই বলে আহ্বান করে, ‘হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে দোযখ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবতঃ তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পার)।’ এরূপ আহ্বান প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৯৮৪ নং)*

১৮৮- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েই গেল। এই মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঐ রাত্রের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় সে যেন সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থেকে যায়। আর একান্ত চিরবঞ্চিত ছাড়া ঐ রাত্রের কল্যাণ থেকে অন্য কেউ বঞ্চিত হয় না।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৯৮৬)*

১৮৯- হযরত আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “প্রত্যহ ইফতারী করার সময় আল্লাহ বহু মানুষকেই দোযখ থেকে মুক্তিদান করে থাকেন।” *(আহমদ, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৯৮৭ নং)*

১৯০- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয়ই (রমযানের) দিবারাত্রে আল্লাহর জন্য রয়েছে বহু (দোযখ থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (যাদেরকে তিনি মুক্ত করে থাকেন)। আর মুসলিমের জন্য রয়েছে প্রত্যহ দিবারাত্রে গ্রহণ (কবুল) যোগ্য দুআ। (প্রার্থনা করলে মঞ্জুর হয়ে থাকে।) *(বায্যার, সহীহ তারগীব ৯৮৮- নং)*

শওয়ালের ছয় রোযার মাহাত্ম্য

১৯১- হযরত আবু আইয়ূব ﷛ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে সে ব্যক্তির পূর্ণ বৎসরের রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।” *(মুসলিম ১১৬৪ নং, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

আরাফায় না থাকলে আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত

১৯২- হযরত আবু ক্বাতাদাহ ﷛ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে আরাফার দিনে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, “(উক্ত রোযা) গত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের কৃত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়।” *(মুসলিম ১১৬২ নং, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

১৯৩- হযরত সাহল বিন সা’দ ﷛ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাখে তার উপর্যুপরি দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।” *(আবু য়্যা’লা, সহীহ তারগীব ৯৯৮-নং)*

মুহার্রম মাসে রোযা রাখার গুরুত্ব

১৯৪- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “রমযান মাসের রোযার পরেপরেই শ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মহর্রমের রোযা। আর ফরয নামাযের পরেপরেই শ্রেষ্ঠ নামায হল রাত্রের (তাহাজ্জুদের) নামায।” *(মুসলিম ১১৬৩ নং, আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজাহ)*

আশুরার রোযার ফযীলত

১৯৫- হযরত আবু কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লার রসূল ﷺ আশুরার (১০ই মুহার্রামের) দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “(উক্ত রোযা) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেয়।” *(মুসলিম ১১৬২, প্রমুখ)*

১৯৬- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোযার পর আশুরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।’ *(ত্বাবারানী আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ১০০৬ নং)*

শা’বান মাসে রোযা রাখার গুরুত্ব

১৯৭- হযরত উসামাহ বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা’বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কি)? উত্তরে তিনি বললেন, “এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ১০০৮-নং)*

প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখার মাহাত্ম্য

১৯৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।" *(বুখারী ১৯৭৯নং, মুসলিম ১১৫৯ নং)*

১৯৯- হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ধৈর্যের (রমযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্কা দূর করে দেয়।" *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১০১৮নং)*

সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ফযীলত

২০০- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত ,তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১০২৭নং)*

২০১- উক্ত আবু হুরাইরা ﵁ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না যার নিজ ভায়ের সহিত বিদ্বেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশতার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও।" *(মুসলিম ২৫৬৫ নং, প্রমুখ)*

দাঊদ ﵇ এর রোযার মাহাত্ম্য

২০২- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় রোযা হল দাঊদ ﵇ এর রোযা। আর আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়

নামায হল দাঊদ عليه السلام এর নামায। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন। অতঃপর তৃতীয় প্রহরে নামায পড়ে পুনরায় ষষ্ঠভাগে ঘুমাতেন, আর তিনি একদিন পানাহার করতেন ও পরদিন রোযা রাখতেন।" *(বুখারী ১১৩১ নং, মুসলিম ১১৫৯ নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

সেহরী খাওয়ার গুরুত্ব

২০৩- হযরত আনাস বিন মালেক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাও। কারণ সেহরীতে বর্কত নিহিত আছে।" *(বুখারী ১৯২৩ নং, মুসলিম ১০৯৫ নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

২০৪- হযরত ইবনে উমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন যারা সেহরী খায়, আর ফিরিশতাবর্গও তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১০৫৩ নং)*

রোযা ইফতার করানোর ফযীলত

২০৫- হযরত যায়দ বিন খালেদ জুহানী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সেই ব্যক্তিও ঐ রোযাদারের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১০৬৫ নং)*

যুলহজ্জের প্রথম দশদিনের মাহাত্ম্য

২০৬- হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এই (যুলহজ্জ মাসের) দশটি দিন ছাড়া এমন কোন অন্য দিন নেই যেদিনের নেক আমল আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! (অন্যান্য দিনে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। তবে (হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির আমল ঐ দিনগুলিতে আমলের চেয়েও

শ্রেষ্ঠতর হবে) যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে যায় অতঃপর তার কিছুই নিয়ে সে আর ফিরে আসে না।" *(বুখারী ৯৬৯ নং, প্রমুখ)*

হজ্জ ও উমরার ফযীলত

২০৭- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বললেন, "আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস)। বলা হল, 'অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, " আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।" বলা হল 'অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, 'গৃহীত (আল্লাহর নিকট কবুল হয় এমন) হজ্জ।" *(বুখারী ২৬, ১৫১৯ নং, মুসলিম ৮৩ নং)*

২০৮- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় ও তাতে কোন প্রকারের যৌনাচার ও পাপাচরণ করে না, সে ব্যক্তি সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।" *(বুখারী ১৫২১ নং, মুসলিম ১৩৫০ নং)*

২০৯- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত পাপরাশির কাফ্ফারাহ। আর গৃহীত হজ্জের বিনিময় জান্নাত বই কিছু নয়।" *(বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯ নং)*

২১০- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা হজ্জকে উমরাহ ও উমরাহকে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হজ্জ করলে উমরাহ ও উমরাহ করলে হজ্জ কর।) কারণ, হজ্জ ও

উমরাহ উভয়েই দারিদ্র ও পাপরাশিকে সেইরূপ দূরীভূত করে যেরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে ফেলে।" *(সহীহ নাসাঈ ২৪৬৭ নং)*

২১১- হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন হজ্জ ও উমরাহকারিগণ আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধিদল (অতিথি)। আল্লাহ তাদেরকে (কা'বা শরীফ যিয়ারতের জন্য) আহ্বান করলে তারা সারা দিয়ে (উপস্থিত হয়ে) থাকে। আর তারা তাঁর নিকট চাইলে তিনি তাদেরকে দান করে থাকেন।" *(বাযযার, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮-২০ নং, সহীহুল জামে ৩১৭৩ নং)*

তালবিয়্যাহ পড়ার ফযীলত

২১২- হযরত সাহল বিন সা'দ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন মুসলিম তালবিয়্যাহ পাঠ করে তখনই (তার সাথে) তার ডানে ও বামের পাথর, গাছপালা ও (পাথুরে) মাটি প্রত্যেকেই তালবিয়্যাহ পড়ে থাকে; এমন কি পূর্ব ও পশ্চিম হতে পৃথিবীর শেষ সীমান্তও (তালবিয়্যাহ পাঠ করে থাকে।)" *(সহীহ তিরমিযী ৬৬২ নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ২৩৬৩ নং)*

আরাফাতে অবস্থানের গুরুত্ব

২১৩- হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আরাফার দিন অপেক্ষা আর এমন কোন দিন নেই যেদিনে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বান্দাদেরকে দোযখ হতে অধিকরূপে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি এদিনে (বান্দাদের) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তামন্ডলীর নিকট গর্ব করে বলেন, 'ওরা কি চায়?' *(মুসলিম ১৩৪৮ নং)*

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ ও রুকনে য়্যামানী স্পর্শ করার ফযীলত

২১৪- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের পদ্মরাগরাজির দুই পদ্মরাগ। আল্লাহ এ দু'য়ের নূর (প্রভা)কে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি উভয়মণির প্রভাকে তিনি নিষ্প্রভ না করতেন তাহলে উদয় ও অস্তাচল (দিগ্‌দিগন্ত)কে উভয়ে জ্যোতির্ময় করে রাখত।" *(সহীহ তিরমিযী ৬৯৬ নং, সহীহুল জামে ১৬৩৩ নং)*

২১৫- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই এই পাথর (হাজরে আসওয়াদ) কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে; এর হবে দুটি চক্ষু, যদ্দ্বারা সে দর্শন করবে। এর হবে জিহ্বা, যদ্দ্বারা সে কথা বলবে; সেদিন সেই ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দান করবে যে ব্যক্তি যথার্থরূপে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইবনে খুযাইমাহ ২৩৮২ নং)*

২১৬- হযরত ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(হাজরে আসওয়াদ ও রুক্‌নে য়্যামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২ নং)*

তওয়াফের মাহাত্ম্য

২১৭- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট আমি শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের তওয়াফ করে দুই রাকআত নামায পড়ে সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৩৯৩ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫ নং)*

২১৮- উক্ত ইবনে উমর ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাত চক্র তওয়াফ করার সওয়াব একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২ নং)*

মুযদালিফায় অবস্থানের ফযীলত

২১৯- হযরত বিলাল বিন রাবাহ ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ মুযদালিফার প্রভাতে তাঁকে বললেন, "হে বিলাল! জনমন্ডলীকে নীরব হতে আদেশ কর।" অতঃপর তিনি বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের এই (মুযদালিফার) অবস্থান ক্ষেত্রে তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। ফলে তোমাদের মধ্যে সৎশীলব্যক্তির কারণেই গোনাহগারকে প্রদান করেছেন (বহু কিছু)। আর সৎশীল লোকদেরকে তাই প্রদান করেছেন যা তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছে। আল্লাহর নাম নিয়ে (মিনার দিকে) যাত্রা শুরু কর।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২৪ নং)*

রমযানে উমরাহ করার গুরুত্ব

২২০-হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ আনসার গোত্রের উম্মে সিনান নাম্নী এক মহিলাকে বললেন, "আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কে বাধা দিল?" মহিলাটি বলল, 'অমুকের বাপের (স্বামীর) মাত্র দুটি সেচনকারী উঁট ছিল; তার মধ্যে একটি নিয়ে ওরা বাপ-বেটায় হজ্জে গিয়েছিল। আর অপরটি দিয়ে আমাদের এক খেজুর বাগান সেচতে হচ্ছিল। (তাই আমার সওয়ার হয়ে যাওয়ার মত আর উঁট ছিল না।) তিনি বললেন, "তাহলে রমযানে একটি উমরাহ একটি হজ্জের অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমান সওয়াব রয়েছে। (অতএব তা তুমি করে ফেল।)" *(মুসলিম ১২৫৬ নং)*

হজ্জ বা উমরায় কেশ মুন্ডন করার ফযীলত

২২১- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ (হজ্জের সময় দুআ করে) বললেন, "হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারী-দেরকে তুমি ক্ষমা কর।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসুল! আর কেশকর্তন- কারীদেরকে?' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর কেশ কর্তনকারীদেরকে?' তিনি পনুরায় বললেন, "হে আল্লাহ!

কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর কেশকর্তনকারীদেরকে?' এবারে তিনি বললেন, "আর কেশকর্তনকারীদেরকেও (ক্ষমা কর।)" *(বুখারী ১৭২৮ নং, মুসলিম ১৩০২ নং)*

যমযমের পানির মাহাত্ম্য

২২২- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, "যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৮৮৪ নং, ইরওয়াউল গালীল ১১২৩ নং)*

২২৩- হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় তা (যমযমের পানি) বর্কতপূণ। তা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগনিরাময়ের ঔষধ।" *(ত্বাবরানী, বাযযার, সহীহুল জামে' ২৪৩৫ নং)*

তিন মসজিদ ও তাতে নামায পড়ার ফযীলত

২২৪- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন (স্থানের বর্কতলাভ বা যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না; আমার মসজিদ (মদীনা শরীফে মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) ও মসজিদে আকসা (প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।" *(বুখারী ১৯৯৫, মুসলিম ১৩৯৭ নং)*

২২৫- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার এই মসজিদে (নববীতে) একটি নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।" *(মুসলিম ১৩৯৫ নং)*

২২৬- হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার মসজিদে একটি নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মসজিদে হারামে (কা'বার মসজিদে) একটি নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(আহমদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৩৮৩৮ নং)*

২২৭- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷛ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সুলাইমান বিন দাউদ আলাইহিমাস সালাম যখন বায়তুল মাক্বদিস নির্মাণ করেন তখন তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করলেন; তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট এমন বিচার মীমাংসা প্রার্থনা করলেন যা তাঁর মীমাংসার অনুরূপ হয়। তাঁকে তাই দেওয়া হল। তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট এমন সাম্রাজ্য চাইলেন যা তাঁর পরে যেন কেউ পেতে না পারে। তাই তাঁকে প্রদান করা হল। আর তিনি যখন মসজিদ নির্মাণ শেষ করলেন তখন আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট প্রার্থনা করলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে উপস্থিত হবে সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৪০৮ নং, সহীহ নাসাঈ ৬৬৯ নং)*

কুবার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত

২২৮- হযরত সাহ্ল বিন হুনাইফ ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (স্বগৃহ হতে) বের হয়ে এই মসজিদে (মসজিদে কুবায়) উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করে সে ব্যক্তির একটি উমরাহ আদায় করা সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

২২৯- হযরত উসাইদ বিন হুযাইর ﷛ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কুবার মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব একটি উমরাহ করার সমতুল্য।" *(আহমদ, তিরমিযী, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৮৭২ নং)*

বিবাহের গুরুত্ব

২৩০-হযরত আনাস ﷛ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট

অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৪৩০ নং)*

২৩১- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুনিয়া (তার সবকিছু) উপভোগ্য বস্তু। আর দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হল পুণ্যময়ী স্ত্রী।" *(মুসলিম ১৪৬৭ নং)*

২৩২- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, সেই ক্রীতদাস যে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য তার প্রভুকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার চুক্তি লিখে সেই অর্থ আদায় করার ইচ্ছা করে এবং সেই বিবাহকারী যে বিবাহের মাধ্যমে (অবৈধ যৌনাচার হতে) নিজের চরিত্রের পবিত্রতা কামনা করে।" *(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ৩০৫০ নং)*

fmDv zfbcokA jvfv ¶k¢ocv

২৩৩- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে, তার রমযান মাসের রোযা পালন করে, (অবৈধ যৌনাচার থেকে) তার যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং তার স্বামীর কথা ও আদেশমত চলে তখন তাকে বলা হয়, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সেই দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ কর।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৬৬০ নং)*

আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হওয়ার ফযীলত

২৩৪- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহর পথে (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।” *(বুখারী ২৭৯২ নং, মুসলিম ১৮৮০ নং)*

২৩৫-হযরত আবু আইয়ুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা সেই (বিশ্বব্রহ্মান্ড) অপেক্ষা উত্তম যার উপর সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়েছে।” *(মুসলিম ১৮৮৩ নং)*

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ফযীলত

২৩৬- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জামিন হয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়, (আর বলেছেন,) ‘যে কেবলমাত্র আমার প্রতি ঈমান রেখে এবং আমার রসূলকে সত্যজ্ঞান করে বের হয় আমি তাকে সওয়াব অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে ফিরিয়ে আনব, নতুবা তাকে জান্নাত প্রবেশ করাব।’

আর আমি যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তবে আমি কোনও সৈন্যদলের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বগৃহে অবস্থান করতাম না এবং এই চাইতাম যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয়ে যাই অতঃপর জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই তারপর আবার জীবিত হই এবং তারপরেও আবার নিহত হয়ে যাই।” *(বুখারী ৩৬ নং)*

২৩৭- উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আল্লাহর পথে জিহাদকারীর উপমা -আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর পথে জিহাদ করে- (অবিরত নফল) রোযা ও নামায পালনকারীর মত। আর আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তার প্রাণহরণ করলে তাকে বেহেশ্তে

প্রবেশ করাবেন, নচেৎ সওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে তাকে নিরাপদে (স্বগৃহে) ফিরিয়ে আনবেন।" *(বুখারী ২৭৮৭ নং, মুসলিম ১৮৭৬ নং)*

২৩৮- উক্ত আবু হুরাইরাহ ﵁ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই জান্নাতে একশ'টি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মত।" *(বুখারী ২৭৯০ নং)*

২৩৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন আমল সর্বাপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'প্রথম অক্তে (নামাযের সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে) নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, পিতামাতার সেবা-যত্ন করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" *(বুখারী ২৭৮২ নং, মুসলিম ৯৫ নং)*

২৪০- হযরত মুআয ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুইবার উঁটের দুগ্ধ দোহন করার মধ্যবর্তী বিরতির সময়কাল পরিমাণ জিহাদ করে তার পক্ষে জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠার সহিত আল্লাহর নিকট তাঁর পথে শহীদী মত্যু প্রার্থনা (কামনা) করে, অতঃপর যদি সে (সাধারণ মরণে) মারা যায় অথবা খুন হয়ে যায় তবুও সে শহীদের মতই সওয়াবের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তির (দেহ) আল্লাহর রাস্তায় একটিবারও জখম হয় অথবা আঘাতে ক্ষত হয় (সে ব্যক্তির) ঐ জখম (বা ক্ষত) পূর্বের চেয়ে অধিক রক্তের ফিন্‌কি নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে; যার রং হবে জাফরানের এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর। আর আল্লাহর রাস্তায় (থাকা অবস্থায়) যে ব্যক্তির দেহে কোন ঘা বা ফোঁড়া বের হয় (সেই ব্যক্তির দেহের) ঐ ঘায়ের উপর শহীদদের শীল-মোহর হবে।" *(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৪১৬ নং)*

আল্লাহর রাস্তায় প্রতিরক্ষা-কার্যের মাহাত্ম্য

২৪১- হযরত সালমান ফারেসী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “এক দিবারাত্রির (শত্রুবাহিনীর অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে) প্রতিরক্ষা-কার্য এক মাসের রোযা ও নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ঐ প্রতিরক্ষা কাজে রত ব্যক্তি) যদি মারা যায় তাহলে তার সেই আমল জারী থেকে যায় যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার জন্য তার রুজী জারী করা হয়; আর (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।” *(মুসলিম ১৯১৩ নং)*

২৪২- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি (শত্রু সীমান্তে) প্রতিরক্ষার কাজে রত থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মারা যাবে সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তার সেই আমল জারী রাখবেন যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার রুজীও জারী করা হবে, (কবরের) সকল প্রকার ফিতনা হতে সে নিরাপদে থাকবে, আর আল্লাহ তাকে মহাত্রাস থেকে নির্বিঘ্নে রেখে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন।” *(বাইহাক্বী, সহিহুল জামে’ ৬৫৪৪ নং)*

জিহাদের খাতে দান করার ফযীলত

২৪৩- হযরত আবু মাসঊদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি লাগামবিশিষ্ট উঁটনী সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! এটি আল্লাহর রাস্তায় (উৎসর্গ করলাম)।’ আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, “ওর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি লাগামবিশিষ্ট সাতশ’ উঁটনী লাভ করবে।” *(মুসলিম ১৮৯২ নং)*

২৪৪- হযরত খুরাইম বিন ফাতেক ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কিছুও অর্থ ব্যয় (দান) করে সে ব্যক্তির জন্য সাতশ’ গুণ সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।” *(আহমদ, তিরমিযী, নাসাই, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬১১০ নং)*

আল্লাহর রাস্তায় ধুলোর মাহাত্ম্য

২৪৫- হযরত আবু আব্‌স আব্দুর রহমান বিন জাব্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির পদযুগল আল্লাহর রাস্তায় ধূলিধূসরিত হয় সেই ব্যক্তির ঐ পদযুগলকে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ দোযখের জন্য হারাম করে দেন।” *(বুখারী ৯০৭ নং)*

২৪৬- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কোনও বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো আর দোযখের ধুঁয়ো একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।” *(নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৭৬১৬ নং)*

আল্লাহর রাস্তায় প্রহরার ফযীলত

২৪৭- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “দুটি চক্ষুর উপর (দোযখের) আগুনের স্পর্শকে হারাম করা হয়েছে; (প্রথমতঃ) সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, আর (দ্বিতীয়) সেই চক্ষু যা কাফেরদল থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার্থে প্রহরায় রাত্রি কাটায়।” *(হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে’ ৩১৩৬ নং)*

আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপের গুরুত্ব

২৪৮- হযরত আম্‌র বিন আবাসাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) একটি মাত্র তীর শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করে, অতঃপর তার ঐ তীর শত্রুর নিকট পৌঁছে ঠিক লক্ষ্যে আঘাত করে অথবা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়, এর বিনিময়ে তার এক ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।” *(আহমদ, নাসাঈ, বাইহাকী, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬২৬৭ নং)*

২৪৯- হযরত আবু নাজীহ সুলামী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, “আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তির তীর লক্ষ্যভেদ করে (শত্রুকে আঘাত করে) সেই ব্যক্তির জন্য তার বিনিময়ে জান্নাতে একটি দর্জালাভ হয়।” আমি সেদিন ষোলটি তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ করেছিলাম।

তিনি আরো বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট একথাও শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তির জন্য একটি দাসমুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।” *(সহীহ নাসাঈ ২৯৪৬ নং)*

আল্লাহর পথে জখমী হওয়ার মাহাত্ম্য

২৫০- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জখমী হয়- আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর রাস্তায় জখমী হয় - সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যখন তার ঐ জখম হতে ফিন্‌কি ধরে রক্ত প্রবাহমান থাকবে; (রক্তের) রং তো হবে রক্তের মতই, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর।” *(বুখারী ২৮০৩ নং, মুসলিম ১৮৭৬ নং)*

২৫১- হযরত আবু উমামাহ ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “দুটি বিন্দু ও চিহ্ন অপেক্ষা অন্য কিছুই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়; আল্লাহর ভয়ে কান্নার এক বিন্দু অশ্রু, এবং আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বহানো একবিন্দু রক্ত। আর দুটি চিহ্নের একটি হল, আল্লাহর রাস্তায় (চলার) চিহ্ন এবং অপরটি হল, আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয (জিহাদ, নামায, হজ্জ, রোযা প্রভৃতি) পালন করার ফলে পড়া (পায়ের বা ক্ষতের) চিহ্ন।” *(সহীহ তিরমিযী ১৩৬৩ নং)*

সামুদ্রিক জিহাদের মাহাত্ম্য

২৫২- ইবনে আম্‌র ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সমুদ্রপথের একটি জিহাদ স্থলপথের দশটি জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সমুদ্র

অতিক্রম করে সে যেন সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করে। আর সমুদ্র মাঝে যার মাথা ঘোরে সে ব্যক্তি রক্তমাখা (মুজাহিদের) মত।” (অর্থাৎ এরা সওয়াবে সমান।) *(হাকেম সহীহুল জামে’ ৪১৫৪ নং)*

যোদ্ধা সাজানো ও তার পরিবারের দেখাশোনা করার গুরুত্ব

২৫৩- হযরত যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন যোদ্ধাকে (তার রসদ-পথ্যের ব্যবস্থা করে) সাজিয়ে দেয় সে ব্যক্তি যেন নিজেই যুদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার (তার অনুপস্থিতিতে তার) ঘর ও পরিবারের দেখাশোনা সৎভাবে করে সে ব্যক্তিও যেন সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।” *(বুখারী ২৮৪৩ নং, মুসলিম ১৮৯৫ নং)*

২৫৪-উক্ত যায়দ বিন খালেদ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি (জিহাদের জন্য) কোন যোদ্ধাকে (তার রসদ সহ) সাজিয়ে দেয় সেই ব্যক্তিও ঐ যোদ্ধার সমপরিমাণই সওয়াব লাভ করে, এতে ঐ যোদ্ধার সওয়াবও কিছু পরিমাণ কম হয়ে যায় না।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৬১৯৪ নং)*

আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ফযীলত

২৫৫- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর রাস্তায় (শহীদী) মৃত্যু ঋণ ছাড়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত।” *(মুসলিম ১৮৮৬ নং)*

২৫৬- হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও সুখ পেলেও জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কেউই পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি (জান্নাতে) বিশাল মর্যাদা দেখে এই কামনা করবে যে, সে যেন পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে

যায় এবং (জিহাদে) দশ দশবার শহীদ হয়ে আসে।" *(বুখারী ২৮১৭ নং, মুসলিম ১৮৭৭ নং)*

২৫৭- হযরত মিকদাদ বিন মা'দীকারিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সহিত তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।" *(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫১৮২ নং)*

২৫৮- হযরত মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ ﷺ)কে

{ }

(অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।) এই আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী ﷺ কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহ মধ্যে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হল (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা বেহেশ্তে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে।

একদা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা কর?' তারা বলল, 'আমরা আর কি কামনা করব? আমরা তো বেহেশ্তে যথা খুশী তথায় বিচরণ করে বেড়াচ্ছি!' (আল্লাহ) অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল

যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা এই করি যে, আপনি আমাদের আত্মাসমূহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাহে দ্বিতীয়বার নিহত হয়ে আসতে পারি।'

অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা বা সাধ) নেই তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ১৮৮৭ নং)*

আল্লাহর রাহে ঘোড়া বাঁধার গুরুত্ব

২৫৯- আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে ও তাঁর (দেওয়া) প্রতিশ্রুতিকে সত্যজ্ঞান করে আল্লাহর রাহে ঘোড়া বেঁধে (প্রস্তুত) রাখে তবে তার (ঘোড়ার) খাদ্য, পানীয়, বিষ্ঠা, মূত্র কিয়ামতের দিন তার (নেকীর) পাল্লায় রাখা হবে।" *(বুখারী ২৮৫৩ নং)*

কুরআন শিক্ষা ও শিখানোর মাহাত্ম্য

২৬০- হযরত উসমান বিন আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিখেছে এবং অপরকে শিখিয়েছে।" *(বুখারী ৫০২৭ নং)*

২৬১- হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা সুফ্ফাহ (মসজিদে নববীর এক বিষেশ মন্ডপ; যাতে দরিদ্র মুহাজিরগণ অবস্থান করতেন সেই স্থানে) ছিলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ গৃহ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রত্যহ বাত্বহান (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) অথবা আক্বীক্ব

(মদীনার এক উপত্যকা) গিয়ে দুটি করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট উঁটনী নিয়ে আসবে; যাতে কোন পাপ ও নাহক কারো অধিকার হরণও হয় না? " আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এতো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করে।' তিনি বললেন, "তাহলে সে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা অথবা (বুঝে) মুখস্থ করে না কেন? এটাই দুটি উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উষ্ট্রী, ৪টি আয়াত ৪টি উষ্ট্রী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!" *(মুসলিম ৮০৩ নং)*

সুদক্ষ ক্বারী-হাফেযের মাহাত্ম্য

২৬২- হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী ও পানির মত হিফয্কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পূতচরিত্র লিপিকার (ফিরিশতাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফয্ না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(মুসলিম ৭৯৮ নং)*

মসজিদ ও নামাযে কুরআন তেলাঅতের ফযীলত

২৬৩- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন জন-গোষ্ঠী আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাঅত করে ও আপোসে অধ্যয়ন করে তখনই তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে, ফিরিশ্তামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করে থাকেন----।" *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

২৬৪- উক্ত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা পছন্দ করে যে, সে

যখন তার ঘরে ফিরে যাবে তখন বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গাভিন উষ্ট্রী পাবে? আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভিন উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম!” *(মুসলিম ৫৫২ নং)*

আহ্‌লে কুরআনের মাহাত্ম্য

২৬৫- হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মানবমন্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহ্‌লে কুরআন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই) হল আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক।” *(আহমদ, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ২১৬৫ নং)*

কুরআন পাঠের গুরুত্ব

২৬৬- আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি মাত্র অক্ষর পাঠ করে সে ব্যক্তি একটি নেকী লাভ করে। আর একটি নেকী দশগুণ বর্ধিত করা হয়। আমি বলছি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি অক্ষর। বরং ‘আলিফ’ একটি অক্ষর, ‘লাম’ একটি অক্ষর এবং ‘মীম’ একটি অক্ষর।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৬৪৬৯ নং)*

২৬৭- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, হে প্রভু! ওকে (কুরআন পাঠকারীকে) অলংকৃত করুন।’ সুতরাং ওকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, ‘হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।’ সুতরাং ওকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, ‘হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।’ সুতরাং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, ‘তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে

থাক।’ আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮০৩০ নং)*

২৬৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কুরআন তেলাঅতকারীকে বলা হবে, ‘পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে-ধীরে, শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর; যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।’ *(আবু দাঊদ নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮১২২ নং)*

২৬৯- হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “কুরআন তেলাঅতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাকে বলা হবে, ‘(কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এই ভাবে সে তার (মুখস্ত করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে।” *(আহমদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৮১২১ নং)*

২৭০- হযরত তামীম দারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি এক রাতে একশ’টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায় ঐ রাত্রির কিয়াম (নামাযের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।” *(আহমদ, নাসাঈ, দারেমী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৪ নং)*

সূরা ফাতেহার মাহাত্ম্য

২৭১- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ‘উম্মুল কুরআন’ (কুরআনের জননী) সম্পর্কে বলেছেন, “এটাই হল (সেই সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতে উল্লেখিত আমাকে প্রদত্ত) সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং সেটাই হল মহা কুরআন।” *(বুখারী ৪৭০৪ নং)*

২৭২- হযরত আবু সাঈদ বিন মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর নামায শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, ‘হে

আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।’ তিনি বললেন, “আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে (রসূল) ডাকে---?’ (সূরা আনফাল ২৪ আয়াত) অতঃপর তিনি বললেন,“মসজিদ থেকে তোমার বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের মধ্যে মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব না কি?” অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, ‘হে আল্লার রসূল! আপনি বলেছিলেন “আমি তোমাকে কুরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব।” তিনি বললেন, “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।” এটাই হল সেই সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়, আর সেটাই হল মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।” *(বুখারী ৫০০৬ নং)*

সূরা বাক্বারাহ ও আয়াতুল কুরসীর মাহাত্ম্য

২৭৩-হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুরই চূড়া আছে; আর কুরআনের চূড়া হল সূরা বাক্বারাহ---।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৮ নং)*

২৭৪- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ পঠিত হয় সে গৃহ হতে শয়তান পলায়ন করে।” *(মুসলিম ৭৮০ নং)*

২৭৫- হযরত উবাই বিন কা’ব ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা তাঁকে বললেন, “হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার কাছে যে আল্লাহ তাআলার কিতাব রয়েছে তার মধ্যে কোন আয়াতটি মহত্তম?” আমি বললাম, ‘আল্লাহও তদীয় রসূলই অধিক জানেন।’ তিনি পুনরায় বললেন, “হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার কাছে যে আল্লাহ তাআলার কিতাব রয়েছে তার মধ্যে কোন আয়াতটি মহত্তম?” আমি বললাম, { } উবাই বলেন, একথা শুনে তিনি

আমার বুকে (মৃদু) আঘাত করে (শাবাশী দিয়ে) বললেন, ‘ইল্‌ম তোমার জন্য মোবারক হোক, হে আবুল মুনযির!” *(মুসলিম ৮১০ নং)*

২৭৬- হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পশ্চাতে ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করবে সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না। *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৪৬৪ নং)*

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

২৭৭- হযরত আবু মাসঊদ বদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে , তার জন্য সর্ববস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই যথেষ্ট করবে।” *(বুখারী ৫০০৮ নং, মুসলিম ৮০৭ নং)*

২৭৮- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল আলাইহিস সালাতু অসসালাম নবী ﷺ এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। উপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, ‘এ শব্দটি আসমানের এক দরজার শব্দ যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন।’ অতঃপর তিনি বললেন, “তিনি এমন এক ফিরিশ্‌তা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, “(হে মুহাম্মদ!) আপনি দুটি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে। এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ফাতেহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে।” *(মুসলিম ৮০৬ নং)*

সূরা বাক্বারাহ ও আ-লি ইমরানের মাহাত্ম্য

২৭৯- হযরত আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেন না তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা; বাক্বারাহ ও আলি ইমরান পাঠ কর। কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের হয়ে (আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ তা গ্রহণ করায় বর্কত এবং বর্জন করায় পরিতাপ আছে। আর বাতেলপন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।” মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম বলেন, ‘আমি শুনেছি যে, বাতেলপন্থী অর্থাৎ যাদুকরদল।’ *(মুসলিম ৮০৪ নং)*

২৮০- হযরত নাউওয়াস বিন সামআন কিলাবী ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কিয়ামতের দিন কুরআনকে হাজির করা হবে এবং আহলে কুরআনকেও; যারা তার মুতাবেক আমল করত। যার সর্বাগ্রে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আ-লি ইমরান।”

আল্লাহর রসূল ﷺ (সূরা দুটি যেরূপ হাজির হবে তার) তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি এখনও ভুলে যাইনি; তিনি বলেছেন, “যেন সে দুটি দুই খন্ড মেঘ অথবা কালো ছায়া যার মাঝে থাকবে দীপ্তি, অথবা যেন উড্ডীয়মান পক্ষীর ঝাঁক। উভয়েই তাদের সপক্ষে (পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে।” *(মুসলিম ৮০৫নং)*

সূরা কাহ্‌ফের ফযীলত

২৮১- হযরত আবু দারদা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শুরুর দিকে দশটি আয়াত হিফয করবে সে ব্যক্তি দাজ্জাল (এর অনিষ্ট) থেকে নিষ্কৃতি পাবে।” *(মুসলিম ৮০৯ নং প্রমুখ)*

২৮২- হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তী কাল জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।” *(হাকেম, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে’ ৬৪৭০নং)*

২৮৩- হযরত বারা’ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করছিল। তার পাশে ছিল দুই লম্বা রশিতে বাঁধা এক (নর) ঘোড়া। ইত্যবসরে এক খন্ড মেঘ এসে ঘোড়াটিকে আচ্ছাদন করে ফেলল। মেঘখন্ডটি একটু একটু করে নিকটবর্তী হতে লাগল। আর ঐ লোকটির ঘোড়াটি লাগল চকতে। অতঃপর সকাল হলে লোকটি নবী ﷺ এর নিকট ঐ বৃত্তান্ত খুলে বলল। তা শুনে তিনি বললেন, “ওটা ছিল প্রশান্তি; যা কুরআনের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।” *(বুখারী ৫০১১ নং, মুসলিম ৭৯৫ নং)*

আদিতে তসবিহ-বিশিষ্ট সূরার ফযীলত

২৮৪- হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শয়ন করার আগে শুরুতে তসবীহ (সুবহা-না, সাব্বাহা, য়্যুসাব্বিহু, ও সাব্বিহ) বিশিষ্ট (বানী ইসরাঈল, হাদীদ, হাশ্র, সাফ্ফ, জুমুআহ, তাগাবুন, ও আ’লা এই সাতটি) সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, “ঐ সূরাগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত নিহিত আছে যা এক হাজার আয়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” *(সহীহ তিরমিযী ২৩৩৩ নং)*

সূরা মুল্কের মাহাত্ম্য

২৮৫- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কুরআনের মধ্যে ৩০ আয়াত-বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। সূরাটি হল, ‘তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুল্ক।” *(আবু দাউদ, সহীহ তিরমিযী ২৩১৫ নং)*

সূরা ‘ইখলাস’ ও ‘কা-ফিরূন’এর ফযীলত

২৮৬- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কা-ফিরূন’ পাঠ করবে তার এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে।

আর যে, ব্যক্তি ‘কুল হুঅল্লা-হু আহাদ’ পাঠ করবে তার এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সওয়াব লাভ হবে।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৬৪৬৬ নং)*

২৮৭- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাকে বললেন, “তোমাদের কেউ কি এক রাত্রে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অসমর্থ হবে?” এতে সকলকে বিষয়টি ভারী মনে হল। বলল, ‘একাজ আমাদের মধ্যে কে পারবে, হে আল্লাহর রসূল?!’ তিনি বললেন, *‘কুল হুঅল্লা-হু আহাদ’* হল এক তৃতীয়াংশ কুরআন।” *(বুখারী ৫০১৫ নং, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।)*

২৮৮- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল ﷺ (গৃহ হতে) বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, “আমি তোমাদের মাঝে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব।” অতঃপর তিনি *‘কুল হুঅল্লা-হু আহাদ, আল্লা-হুস সামাদ’* শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। *(মুসলিম ৮১২ নং)*

২৮৯- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার গোত্রের লোকদের ইমাম ছিল। সে নামাযে প্রত্যেক সূরার সাথে ‘কুল হুঅল্লা-হু আহাদ’ মিলিয়ে নিয়মিত পাঠ করতো। একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি নিয়মিত এই সূরা কেন পাঠ কর?” লোকটি বলল, ‘আমি সূরাটিকে ভালোবাসি।’ তিনি বললেন, “ঐ সূরাটির প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।” *(বুখারী কাটা সনদে ৭৭৪ নং, সহীহ তিরমিযী ২৩২৩ নং)*

২৯০- হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে এক (জিহাদের) সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে প্রেরণ

করলেন। সে তাদের নামাযে ইমামতিকালে প্রত্যেক সূরার শেষে *'ক্বুল হুঅল্লাহু আহাদ'* যোগ করে ক্বিরাআত শেষ করত। যখন তারা ফিরে এল তখন সে কথা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উল্লেখ করল। তিনি বললেন, "তোমরা ওকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে?" সুতরাং তারা ওকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, 'কারণ, সূরাটিতে পরম দয়ালু (আল্লাহর) গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি ওটাকে (বারবার) পড়তে ভালোবাসি।' একথা শুনে তিনি বললেন, "ওকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ও ওকে ভালো বাসেন।" *(বুখারী ৭৩৭৫ নং, মুসলিম ৮১৩ নং)*

২৯১- হযরত মুআয বিন আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ` ক্বুল হুঅল্লা-হু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক মহল নির্মাণ করবেন।" *(আহমদ, প্রমুখ, সিসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯নং)*

২৯২- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, একদা নবী ﷺ এর সহিত (একস্থানে) আগমন করলাম। তিনি এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, সে 'ক্বুল হুঅল্লা-হু আহাদ' পড়ছে। অতঃপর তিনি বললেন, "অনিবার্য।" আমি বললাম, 'কি অনিবার্য?!' তিনি বললেন, "জান্নাত।" *(সহীহ তিরমিযী ২৩২০নং)*

সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' এর মাহাত্ম্য

২৯৩- হযরত উক্ববাহ বিন আমের رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা বললেন, "তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায় নি? (আর তা হল,) *'ক্বুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'ক্বুল আঊযু বিরাব্বিন নাস।'* *(মুসলিম ৮১৪ নং, তিরমিযী)*

পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের ফযীলত

২৯৪- হযরত মিকদাম বিন মা’দীকারিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “স্বহস্তে উপার্জন করে যে খায় তার চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাঊদ عليه السلام স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতেন।” *(বুখারী ২০৭২ নং)*

২৯৫- হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।” *(বুখারীর তারীখ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে’ ১৫৬৬ নং)*

সৎব্যবসায়ীর ব্যবসায় বর্কত

২৯৬- হযরত হাকীম বিন হিযাম رضي الله عنه বলেন, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, “(বিক্রয়-স্থল হতে) ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (উক্ত

Hsqv… (sq dh-q

nckvfQ .Jdkqfv vsqsY^

(sq dh-q) Hsq…pdl

v slfN ²h)nkA hst W

iajfw jsv hst kfrst (ocB

sq hjGk dh-q kfslv

zbAKf pdl kfvf .tfH rq

v ^{2}h)dmKAf hst W

sofib jsv kfrst (slfNocB

sqv hjGk dh -q kfslv

».rsq pfq yr dbd *(বুখারী ২০৭৯ নং, মুসলিম ১৫৩২ নং)*

উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করার ফযীলত

২৯৭- হযরত আবু রাফে’ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি তরুণ উঁট ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট সদকার উঁট এল তখন তিনি আবু রাফে’কে ঐ লোকটির তরুণ উঁট পরিশোধ করে দিতে আদেশ করলেন। আবু রাফে’ তার নিকট এসে বললেন, ‘সপ্তবর্ষীয় বাছাই করা ভালো ভালো উঁট ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না।’ নবী

ﷺ বললেন, “ঐ একটিই ওকে দিয়ে দাও। কারণ, লোকেদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে পরিশোধ করায় উত্তম।” *(মুসলিম ১৬০০ নং)*

২৯৮- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একটি উঁট ধার করেছিলেন। তিনি যে বয়সের উঁট নিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী বয়সের উঁট দিয়ে ধার পরিশোধ করলেন। আর বললেন, “তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।” *(বুখারী ২৩৯০ নং, মুসলিম ১৬০১ নং)*

sq dh-q sbv nvtkf zht IpDtk

২৯৯- হযরত উসমান বিন আফফান ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আযযা অজাল্ল সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন যে ক্রয়-বিক্রয়, বিচার ও ঋণ আদায় করার সময় ছিল অতি সরল।” *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ২৪৩ নং)*

৩০০- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহম করেন যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়কালে অতি সরল মানুষ।” *(বুখারী ২০৭৬ নং)*

sqv ycd dh-q ক্ত hfdkt jvfv IpDtk

৩০১- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেয়, অর্থাৎ তার পছন্দ না হলে মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে বস্তু ফেরৎ নেয়) আল্লাহ সেই ব্যক্তির অপরাধকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দেবেন।” *(আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬১৪ নং)*

খাদ্যবস্তু মাপার মাহাত্ম্য

৩০২- হযরত মিকদাম বিন মা’দীকারিব ﵁ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে রাখ, এতে তোমাদের জন্য বর্কত দান করা হবে।” *(বুখারী ২১২৮ নং)*

সকাল- সকাল কর্ম করার গুরুত্ব

৩০৩- হযরত সখ্‌র গামেদী ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রত্যূষে বর্কত দাও।” আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সখ্‌র ﵁ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি

ধনবান হয়েছিলেন এবং তাঁর মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ২২৭০নং)*

ভেঁড়া-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপালনের ফযীলত

৩০৪- হযরত উম্মে হানী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, “বাড়িতে ছাগল পাল। কারণ তাতে বর্কত আছে।” *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭৩ নং)*

৩০৫- হযরত উরওয়াহ বারেকী ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “উঁট তার পালনকারীর জন্য সম্মান ও ইজ্জত, ভেঁড়া-ছাগল হল বর্কত। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে বাঁধা আছে কল্যাণ।” *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৩ নং)*
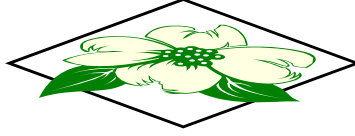
Dklfn mc ক্তjvfv A1mfrfk

৩০৬- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি একটি মুমিন দাস স্বাধীন করে আল্লাহ ঐ দাসের প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির অঙ্গসমূহকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তারও লজ্জাস্থানকে দোযখ-মুক্ত করে দেবেন।” *(বুখারী ৬৭১৫নং, মুসলিম ১৫০৯ নং)*

ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা শাসকের মাহাত্ম্য

৩০৭- হযরত আম্‌র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয় তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" *(বুখারী ৭৩৫২ নং, মুসলিম ১৭১৬ নং)*

৩০৮- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।" *(মুসলিম ১৮২৭ নং)*
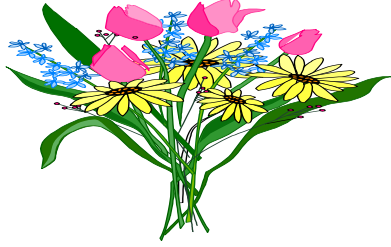
পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদের বাধ্য হওয়ার ফযীলত

৩০৯- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি হিজরত ও জিহাদের উপর আপনার নিকট বায়াত করতে চাই। আর এতে আমি

আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা করি,’ তিনি বললেন,“ আচ্ছা, তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে?’ লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ, বরং উভয়েই জীবিত।’ তিনি বললেন, “আর তুমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা কর?” লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ। তিনি বললেন, “তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর।” *(মুসলিম ২৫৪৯ নং)*

৩১০- হযরত জাহেমাহ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।’ একথা শুনে তিনি বললেন, “তোমার মা আছে কি?” জাহেমাহ ﵁ বললেন, ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন, “তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮-নং)*

জ্ঞA¹vfJfv mfrfkâ c]b z h-fdk

৩১১- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি রচনা করলেন। অতঃপর যখন তিনি তা শেষ করেলেন, তখন ‘জ্ঞাতিবন্ধন’ উঠে বলল, ‘(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।’ আল্লাহ বললেন, ‘আচ্ছা। তুমি কি রাজি নও যে, তোমাকে যে অক্ষুন্ন রাখবে আমিও তার সহিত সম্পর্ক রাখব আর তোমাকে যে ছিন্ন করবে আমিও তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করব?’ ‘জ্ঞাতিবন্ধন’ বলল, ‘অবশ্যই।’ আল্লাহ বললেন, তাহলে তাই তোমাকে দেওয়া হল।’ অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, ‘তোমরা চাইলে পড়ে নাও,

}

{

অর্থাৎ- ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই অভিশাপ করেছেন, আর করেছেন বধির ও দৃষ্টি-শক্তিহীন। *(সূরা মুহাম্মদ ২২-২৩ আয়াত।) (বুখারী ৫৯৮৭ নং মুসলিম ২৫৫৪ নং)*

স্ত্রী-পরিজনের উপর ব্যয় করার ফযীলত

৩১২- হযরত আবু মসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন তার পরিবারের উপর খরচ করে এবং এতে সওয়াবের আশা রাখে তবে ঐ খরচ তার জন্য সদকার সমতুল্য হয়।" *(বুখারী ৫৫ নং, মুসলিম ১০০২ নং)*

৩১৩- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর পথে ব্যয়িত তোমার একটি দীনার, দাসমুক্তকরণে ব্যয়িত তোমার অপর একটি দীনার, নিঃস্ব ব্যক্তিকে দানকৃত তোমার আরো একটি দীনার এবং তোমার পরিবারের উপর খরচকৃত অপর আরো একটি দীনার; উক্ত দীনারগুলোর মধ্যে সওয়াবের দিক দিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দীনার হল সেটাই, যেটা তুমি তোমার পরিবারের উপর খরচ করে থাকো।" *(মুসলিম ৯৯৫ নং)*

দুটি কন্যা বা বোন প্রতিপালনের ফযীলত

৩১৪- হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।" *(আহমদ ৩/ ১৪৭- ১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)*

৩১৫- হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দুটি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি

তাকে দিলে সে সেটিকে দুই খন্ডে ভাগ করে তার দু'টি মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেলনা! অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।" *(বুখারী ১৪১৮ নং, মুসলিম ২৬২৯ নং)*

বিধবা ও দুঃস্থদের দেখাশুনা করার ফযীলত

৩১৬- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" এক বর্ণনাকারী বলেন, আর আমার মনে হচ্ছে যে, তিনি এ কথাও বললেন, "বিরামহীন নামাযী ও বিরতিহীন রোযাদারেরও সমতুল্য।" *(বুখারী ৬০০৭নং মুসলিম ২৯৮২নং)*

অনাথের তত্ত্বাবধান করার মাহাত্ম্য

৩১৭- হযরত সহল বিন সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি ও অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।" এর সাথে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফাঁক করলেন।" *(বুখারী ৫৩০৪ নং)*

লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করার ফযীলত

৩১৮- হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে

অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩ নং)*

মুসলিমদের প্রয়োজন পূর্ণ করার ফযীলত

৩১৯- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম হতে তার পার্থিব বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিও দূর করে দেবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে তার কিয়ামতের বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিকে দূরীভূত করবেন। যে (ঋণদাতা) ব্যক্তি কোন নিঃস্ব ঋণগ্রস্তকে অবকাশ (বা সহজ করে) দেবে, আল্লাহ তার জন্য ইহকাল ও পরকালে (সবকিছু) সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করে নেবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়ার ফযীলত

৩২০- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম অথচ তুমি আমাকে সাক্ষাৎ করনি!' মানুষ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনার (অসুস্থতা ও) সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল, কারণ আপনি তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তা!' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তো তাকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে সাক্ষাৎ করতে তাহলে তার নিকটেই আমাকেও পেতে?'

(আল্লাহ আরো বলবেন,) ‘হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অন্নদান করনি!’ মানুষ বলবে, হে প্রভু! কেমন করে আপনাকে অন্নদান করতাম? আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা! আল্লাহ বলবেন, “তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিল? কিন্তু তুমি তাকে অন্ন দান করনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে অন্ন দান করে থাকতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?

(আল্লাহ আরো বলবেন,) ‘হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসায় পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি!’ মানুষ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনাকে পানি পান করাতাম? আপনি তো সারা বিশ্বের পালনকর্তা! আল্লাহ বলবেন, ‘আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পিপাসায় পানি ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে? *(মুসলিম ২৫৬৯ নং)*

৩২১- হযরত আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যখনই কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায় তখনই তার সহিত ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকালবেলায় রোগীকে দেখা করতে আসে সে ব্যক্তির সহিতও ৭০ হাজার ফিরিশতা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।” *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৫৭১৭ নং)*

রোগীর নিকট রোগীর জন্য বিশেষ দুআর ফযীলত

৩২২- হযরত ইবনে আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “মৃত্যু উপস্থিত হয়নি এমন রোগীকে সাক্ষাৎ করে ৭ বার নিম্নের দুআ বললে, আল্লাহ ঐ রোগ থেকে ঐ রোগীকে নিরাপত্তা দান করেন;

.

উচ্চারণঃ- *আসআলুল্লা-হাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই য়্যাশফিয়াক্।”*

অর্থাৎ-আমি মহান আল্লাহ, মহা আরশের অধিপতির নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তোমাকে (এই রোগ হতে) নিরাময় করুন। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান হাকেম, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৩ নং)*

সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য

৩২৩- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মন্দ ও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি বলতেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে তার চরিত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।” *(বুখারী ৬৩৫ নং, মুসলিম ২৩২১নং)*

৩২৪- হযরত আবু দারদা ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।” *(তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯ নং)*

তিরমিযীর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলিও সংযোজিত রয়েছে, আর অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের বলে (নফল) নামাযী ও রোযাদারের মর্যাদায় পৌঁছে থাকে।”

৩২৫- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ কোন্ আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।”

আর অধিকাংশ কোন অঙ্গ মানুষকে দোযখে প্রবেশ করাবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “মুখ এবং যৌনাঙ্গ।” *(তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪)*

লজ্জাশীলতার গুরুত্ব

৩২৬- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ঈমান সত্তরাধিক অথবা ষাঠাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা (কান্ড) হল ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হল পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখাবিশেষ।” *(বুখারী ৯ নং মুসলিম ৩৫ নং)*

৩২৭- হযরত আনাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।” *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

সত্যবাদিতার গুরুত্ব

৩২৮- ইবনে মসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অবশ্যই সত্যবাদিতা পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য পথপ্রদর্শন করে বেহেশ্‌তের প্রতি। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট দারুন সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে দোযখের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।” *(বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ২৬০৭ নং)*

৩২৯-হযরত আবু উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কাতর্কি বর্জন করে। সেই

ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঊর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।" *(সহীহ আবু দাঊদ ৪০১৫ নং, তিরমিযী)*

বিনয়ের মাহাত্ম্য

৩৩০- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দান-খয়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না। বান্দা (অপরকে) ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তার সম্মান বর্ধন করেন। আর আল্লাহর ওয়াস্তে যে ব্যক্তি বিনয়াবনত হয় আল্লাহ তাকে সুউন্নত করেন।" *(মুসলিম ২৫৮৮ নং, প্রমুখ)*

সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও ক্রোধ সংবরণের ফযীলত

৩৩১- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আব্দুল কাইস গোত্রের সর্দার আশাজ্জ্কে বললেন, "তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন; সুবিবেক বা (সহনশীলতা) ও ধীরতা।" *(মুসলিম ১৮ নং)*

৩৩২- হযরত সহল বিন মুআয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন প্রকার ক্রোধ সংবরণ করে, যা সে প্রয়োগ করতে সমর্থ, আল্লাহ তাকে সৃষ্টির মাঝে আহ্বান করবেন এবং তার ইচ্ছামত (বেহেশ্তের) সুনয়না হুরী গ্রহণ করতে এখতিয়ার দেবেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ৩৯৯৭ নং)*

অপরাধীকে ক্ষমা করার গুরুত্ব

৩৩৩-হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তির দেহ

(কারো অত্যাচারের ফলে) ক্ষতবিক্ষত হয় অতঃপর তা সে সদকা করে দেয়, (অর্থাৎ, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়) আল্লাহ তাআলা অনুরূপ তার পাপ খন্ডন করে দেন যেরূপ সে (ক্ষমা প্রদর্শন করে যে পরিমাণে) সদকা করে থাকে।” *(আহমদ, সহীহুল জামে’ ৫৭১২নং)*

দুর্বলশ্রেণীর মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাহাত্ম্য

৩৩৪- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন যিনি আকাশে আছেন।” *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪১৩২ নং)*

৩৩৫- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।”

লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, “প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।” *(বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)*

সর্ববিষয়ে নম্রতা প্রদর্শনের ফযীলত

৩৩৬- হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ কৃপাময়, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে নম্রতাকে পছন্দ করেন।” *(বুখারী ৬৯২৭ নং, মুসলিম ২১৬৫ নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতার উপর বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।” *(মুসলিম ২৫৯৩ নং)*

মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করার মাহাত্ম্য

৩৩৭- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “দুনিয়াতে বান্দা (অপরের) দোষ-ত্রুটি গোপন করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন করে নেবেন।” *(মুসলিম ২৫৯০ নং)*

সন্ধি2স্থাপনের গুরুত্ব

৩৩৮- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যহ মানুষের অস্থির প্রত্যেক জোড়ের পক্ষ থেকে রয়েছে প্রদেয় সদ্কাহ। দুই (বিবদমান) ব্যক্তির মাঝে তার সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করা এক সদকাহ্। নিজ সওয়ারীর উপর অপরকে চড়িয়ে নেওয়া অথবা তার সামগ্রী বহন করে দেওয়া সদকাহ। ভালো কথা সদকাহ। নামাযের উদ্দেশ্যে (মসজিদের প্রতি) চলার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকাহ। এবং পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদকাহ।” *(বুখারী ২৮৯ ও ১০০৯ নং)*

মুসলিমের গীবত খন্ডন ও তার মান রক্ষা করার ফযীলত

৩৩৯-হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের অনুপস্থিতিতে (তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটার সময় প্রতিবাদ করে) তার সম্ভ্রম রক্ষা করে সেই ব্যক্তি আল্লাহর

নিকট এই অধিকার পায় যে, তিনি তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দেন।” *(আহমদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৬২৪০ নং)*

আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতির মাহাত্ম্য

৩৪০- হযরত আবু উমামা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।” *(সহীহ আবু দাউদ ৩৯১০ নং)*

৩৪১- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন (তাঁর আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তম্মধ্যে সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এই বন্ধুত্বের উপরেই তারা মিলিত হয় ও তারই উপর চিরবিচ্ছিন্ন (পরলোকগত) হয়।” *(বুখারী ৬৬০ নং, মুসলিম ১০৩১ নং)*

সালাম দেওয়ার গুরুত্ব

৩৪২- হযরত আবু হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মু’মিন হয়েছ; আর ততক্ষণ পর্যন্ত মু’মিন হতেও পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের সংবাদ দেব না যা করলে তোমাদের আপোসে সম্প্রীতি কায়েম হবে? তোমরা তোমাদের আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।” *(মুসলিম ৫৪ নং)*

৩৪৩- হযরত ইমরান বিন হুসাইন ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম।’ তিনি তার জওয়াব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে নবী ﷺ

বললেন, ১০টি সওয়াব এর জন্য। অতঃপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।’ তিনি তার উত্তর দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, “২০টি (সওয়াব এর জন্য।)” অতঃপর তৃতীয় আর একজন এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ।’ (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর করুণা ও তাঁর সমূহ বর্কত বর্ষণ হোক।) অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, “ত্রিশটি (সওয়াব এর জন্য।)” *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪৩২৭নং)*

মুসাফাহার ফযীলত

৩৪৪- হযরত বারা’ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যখনই কোন দুই মুমিন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে আপোসে মুসাফাহা (করমর্দন) করে তখনই তাদের পৃথক হয়ে প্রস্থান করার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪৩৪৩ নং)*

সৎকর্ম ও হাসিমুখে সাক্ষাতের মাহাত্ম্য

৩৪৫- হযরত জাবের ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভায়ের সহিত তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভায়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।” *(আহমদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৪৫৫৭ নং)*

৩৪৬- হযরত আবু যার্র ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।” *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

উত্তম কথা বলার গুরুত্ব

৩৪৭- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “বেহেশ্তে এমন এক কক্ষ আছে যার বাহিরের অংশ ভিতর হতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হতে পরিদৃষ্ট হবে।” একথা শুনে আবু মালেক আশআরী ﷺ বললেন, ‘সে কক্ষ কার জন্য হবে হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি উত্তম (ও মিষ্টি) কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করে, আর লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত থাকে তখন যে নামায পড়ে রাত্রি অতিবাহিত করে।” *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

৩৪৮- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “---- আর উত্তম কথা বলাও সদকাহ (করার সমতুল্য।)” *(বুখারী ২৯৮৯ নং, মুসলিম ১০০৯নং)*

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান করার মাহাত্ম্য

৩৪৯- হযরত আবু যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, কিছু লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল? ধনী ব্যক্তিরাই সমস্ত নেকীগুলো লুটে নিল! ওরা নামায পড়ে, যেমন আমরা পড়ি। ওরা রোযাও রাখে, যেমন আমরা রাখি। উপরন্তু ওরা ওদের উদ্বৃত্ত অর্থাদি সদকাহ করে থাকে।’ তিনি বললেন, “আল্লাহ কি তোমাদেরকে এমন কিছু প্রদান করেননি যদ্দ্বারা তোমরাও সদকাহ (দান) কর? (শোন!) প্রত্যেক তসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তহমীদ (আল হামদুলিল্লাহ বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) হল সদকাহ, সৎকাজে (মানুষকে) আদেশ (ও উদ্বুদ্ধ) করা হল সদকাহ এবং মন্দকাজে (তাদেরকে) বাধা দেওয়াও হল সদকাহস্বরূপ।” *(মুসলিম ১০০৬ নং)*

৩৫০-হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক আদম সন্তানকে

৩৬০টি গ্রন্থির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (প্রত্যহ এর প্রত্যেকটির তরফ থেকে রয়েছে প্রদেয় সদকাহ।) সুতরাং যে ব্যক্তি ৩৬০ সংখ্যক 'আল্লাহু আকবার' বলে, বা 'আলাহামদু লিল্লাহ' বলে, বা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে, বা সুবহা-নাল্লাহ' বলে, বা 'আস্তাগফিরুল্লা-হ' বলে, বা 'মানুষের পথ থেকে পাথর সরিয়ে দেয়, বা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয়, বা সৎকর্মে আদেশ দেয়, বা মন্দ কর্মে বাধা প্রদান করে সে ব্যক্তি (সে দিনের জন্য) দোযখ থেকে নিজেকে সুদূরে করে নেয়।" *(মুসলিম ১০০৭ নং)*

বিপদে ধৈর্য ধরার গুরুত্ব

৩৫১- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।" *(বুখারী ১৪৬৯ নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)*

৩৫২- হযরত সুহাইব রূমী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "মু'মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট মুমিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।" *(মুসলিম ২৯৯৯ নং)*

৩৫৩- হযরত সা'দ বিন অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়েও নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে

আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা)হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

৩৫৪- মুহাম্মদ বিন খালেদের পিতামহ হতে বর্ণিত, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন; তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয় তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এই ভাবে সে ততক্ষণ বিপদগ্রস্ত থাকে) যতক্ষণ না সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়!" *(আহমদ, সহীহ আবু দাউদ ২৬৪৯ নং)*

রোগ ও অসুস্থতার মাহাত্ম্য

৩৫৫- হযরত আবু মূসা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফরে যায় তখন তার জন্য সেই আমলের সওয়াবই লিখা হয় যে আমল সে স্বগৃহে অবস্থানকালে সুস্থ থাকা অবস্থায় করত।" *(বুখারী ২৯৯৬নং)*

৩৫৬- হযরত ইবনে মাসঊদ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৪৮ নং মুসলিম ২৫৭১ নং)*

পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীকরণের ফযীলত

৩৫৭- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "ঈমান ষাঠাধিক অথবা সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা (কান্ড) হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হল পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া।" *(বুখারী ৯নং, মুসলিম ৩৫নং)*

৩৫৮- হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "একদা আমার নিকট উম্মতের ভালো ও মন্দ সকল আমল পেশ করা হল। তার ভালো আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর তার মন্দ আমল সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, মসজিদে ফেলা কফকে পরিষ্কার না করা।" *(মুসলিম ৫৫৩ নং)*

টিকটিকি মারার ফযীলত

৩৫৯- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার জন্য রয়েছে এত এত সওয়াব; যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা মারবে তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত কম সওয়াব; আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা মারবে তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত আরো কম সওয়াব।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার জন্য রয়েছে ১০০টি নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম নেকী, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চাইতেও কম নেকী।" *(মুসলিম ২২৪০ নং)*

আল্লাহর ভয়ে যৌনাঙ্গের হিফাযত করার মাহাত্ম্য

৩৬০- হযরত সহল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চিবুকের মধ্যবর্তী অঙ্গের (জিহ্বার) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের (যৌনাঙ্গের) জামিন হবে (যাতে হারামে ব্যবহার না হয়।) তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।" *(বুখারী ৬৪৭৪ নং)*

৩৬১- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে--- একজন সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্তা সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।" *(বুখারী ৬৬০ নং মুসলিম ১০৩১ নং)*

৩৬২- হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের তিনজন লোক সফরে বের হল। এক স্থানে তারা এক পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হল। তারা গুহায় প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর পর্বতের চূড়া থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা থেকে গেল ভিতরে। তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিল এক চাচাতো বোন। সে ছিল আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়া। একদিন আমি তার সহিত ব্যভিচার করতে চাইলে সে সম্মত হল না। অতঃপর এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বাধ্য হয়ে সে আমার নিকট এল। আমি তাকে একশত বিশ দীনার এই শর্তে দিলাম যে, সে আমাকে তার দেহ সমর্পণ করে দেবে। একদা সে তাই করল। অতঃপর যখন আমি তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, অতঃপর আমি যখন তার দুই পায়ের ফাঁকে বসলাম) তখন সে আমাকে বলল, 'আল্লাহকে ভয় কর। আর অবৈধভাবে তুমি আমার কৌমার্য নষ্ট করে দিও না।' এই কথা শুনামাত্র আমি তার সহিত যৌন-মিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। আমি তাকে ছেড়ে সরে

গেলাম অথচ সে আমার নিকট একান্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। আর যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে প্রদান করেছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ গো! যদি তুমি জান যে, আমি একাজ কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টিলাভের আশায় করেছি তাহলে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। এরপর পাথরটি (একটু) সরে গেল।---" *(বুখারী ২২৭২ নং, মুসলিম ২৭৪৩ নং)*

অবৈধ বস্তু দেখা হতে চক্ষু অবনত করার গুরুত্ব

৩৬৩- হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্তের জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোন আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে) সংযত রাখ।" *(আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০ নং)*

ইসলামে চুল পাকার মাহাত্ম্য

৩৬৪- হযরত আম্র বিন আবাসাহ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির ইসলামে (জিহাদ, আল্লাহর ভয় প্রভৃতির কারণে) একটি চুল পাকে সেই ব্যক্তির জন্য ঐ সাদা চুলটি কিয়ামতের দিন জ্যোতি হবে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৪ নং)*

৩৬৫- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শুভ্র কেশ মুমিনের নূর (জ্যোতি)। ইসলামে যে ব্যক্তিরই একটি কেশ শুভ্র হবে সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে এবং একটি করে মর্যাদায় সে উন্নীত হবে।" *(ইবনে হিব্বান, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৩ নং)*

জিহ্বা সংযত রাখার গুরুত্ব

৩৬৬- হযরত আবু মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম?' তিনি বললেন, "যার হাত ও জিব হতে অন্যান্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।" *(বুখারী ১১ নং, মুসলিম ৪২ নং)*

৩৬৭- হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পরিত্রাণের উপায় কি?' তিনি বললেন, "তুমি তোমার জিহ্বাকে নিজের আয়ত্তাধীন কর, স্বগৃহে অবস্থান কর, আর তোমার পাপের উপর (আল্লাহর নিকট) রোদন কর।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৬১ নং)*

৩৬৮- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যে ব্যক্তিকে তার দুই চিবুকের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বার) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (যৌনাঙ্গের) অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেবেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৬৪ নং)*

৩৬৯- হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আবু যার্রের সহিত সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে আবু যার্র! তোমাকে আমি এমন দুটি আচরণের কথা বলে দেব না কি? যা কার্যক্ষেত্রে অতিসহজ এবং মীযানে অন্যান্যের তুলনায় অধিক ভারী?" আবু যার্র ﷺ বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ তোমার চরিত্র সুন্দর হোক ও তুমি কথা খুবই কম বলো।) কারণ, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সারা সৃষ্টি ঐ দুয়ের ন্যায় কোন আমলই করেনি।" *(আবু য়্যা'লা, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলা সহীহাহ ১৯৩৮ নং)*

তওবার মাহাত্ম্য

৩৭০- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পশ্চিমদিক থেকে সূর্য উদয় হওয়ার সময়ের পূর্বে আল্লাহর নিকট তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন।

৩৭১- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি প্রাণ হত্যা করেছিল। সে লোকদের জিজ্ঞাসা করল, ‘পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় আলেম কে?’ তাকে এক পাদরীর কথা বলা হলে সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরানব্বইটি প্রাণ হত্যা করে ফেলেছে, অতএব তার কি কোন তওবা আছে? পাদরী বলল, ‘না।’

ফতোয়া শুনে লোকটি তাকেও হত্যা করে সংখ্যায় শত পূরণ করল। পুনরায় সে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় আলেমের কথা লোকদের জিজ্ঞাসা করল। জনৈক আলেমের কথা বলা হলে তার নিকট গিয়ে বলল, সে একশ’টি প্রাণ হত্যা করে ফেলেছে। অতএব তার কি কোন তওবা আছে? আলেমটি বলল, ‘হ্যাঁ, আছে। তোমার ও তওবার মাঝে কে অন্তরায় হবে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে এমন বহু লোক আছে; যারা আল্লাহর উপাসনা করে। সুতরাং তুমিও তাদের সহিত আল্লাহর উপাসনা কর। আর তুমি তোমার নিজের দেশে ফিরে এস না। কারণ, তা পাপের দেশ।’

লোকটি সেই দেশের দিকে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল তখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। এবারে তার প্রাণ বহন করার ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফিরিশ্তাবর্গের মাঝে মতানৈক্য হল। রহমতের ফিরিশ্তা বললেন, ‘(প্রাণ আমরাই বহন করব, কারণ) সে তওবা করে তার হৃদয়সহ আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিমুখী হয়ে (এ দিকে) এসেছে।’ কিন্তু আযাবের ফিরিশ্তা বললেন, ‘(প্রাণ আমরা বহন করব, কারণ) সে আদৌ কোন সৎকর্ম করেনি।’

ইতি মধ্যে মানুষের বেশে এক ফিরিশ্তা সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলেই তাকে সালিস মানলেন। তিনি তাঁদেরকে মীমাংসা দিয়ে বললেন, “দুই দেশের ভূমি মাপা হোক। অতঃপর যে দেশের প্রতি ও অধিকতর

নিকটবর্তী হবে সেই দেশ হিসাবে তার ফায়সালা হবে। তাঁরা দুই দিকেরই ভূমি মাপলেন এবং দেখলেন, যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল সেদিকেরই সে অধিকতর নিকটবর্তী। ফলে রহমতের ফিরিশ্‌তা তার প্রাণ গ্রহণ করলেন।"

এক বর্ণনায় আছে, "সৎলোকদের দেশের দিকে সে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী ছিল। তাই তাকে ঐ দেশবাসীর দলভুক্ত করা হল।"

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "আল্লাহ জাল্লা জালালুহ (তার নিজের দেশকে) বললেন, "তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎলোকদের দেশকে বললেন, "তুমি নিকটে হয়ে যাও। আর বললেন, "ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী ভূমি মাপো। সুতরাং তাকে এই সৎলোকদের দেশের দিকে এক বিঘা নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।" *(বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ)*

৩৭২- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্ বলেন, 'আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার নিকটেই। আমি তার সঙ্গে হই যখন সে আমার যিক্‌র করে। আল্লাহ তার বান্দার তওবা করার সময় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক খুশী হন যে ব্যক্তি মরুভূমিতে তার হারানো উঁট ও খাদ্যসামগ্রী ফিরে পায়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার প্রতি দুই হস্ত-বিস্তৃত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি সাধারণ ভাবে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়ে যাই।" *(মুসলিম ২৬৭৫ নং)*

পাপের পরেই পুণ্য করার গুরুত্ব

৩৭৩- হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। পাপ করে ফেললে তার সাথে সাথে পুণ্য কর। আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর চরিত্রের সাথে ব্যবহার কর।" *(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৯৭ নং)*

৩৭৪- হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন পাপ করার পরপরই পুণ্যকর্ম করে সেই ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মত যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাস রোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি পুণ্যকর্ম করে তখন বর্মর একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পুণ্য করলে আরো একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।” *(আহমদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ২১৯২ নং)*

দুর্বল ও দরিদ্র মানুষ তথা দারিদ্রের ফযীলত

৩৭৫- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “মুহাজিরদের দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা ধনশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(মুসলিম ২৯৭৯ নং)*

৩৭৬- হযরত উসামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন , “আমি জান্নাতের দরজায় দন্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। আর ধনবান ব্যক্তিরা (তাদের ধনের হিসাব দেওয়ার জন্য) তখনো আটকে আছে। কিন্তু তখন জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ জারী হয়ে গেছে। আর আমি দোযখের দরজায় দন্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ হল মহিলা।” *(বুখারী ৬৫৪৯ নং মুসলিম ২৭৩৬ নং)*

৩৭৭- হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “একদা বেহেশ্ত্ ও দোযখের মাঝে কলহ হল; দোযখ বলল, ‘আমার মাঝে আছে দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিবর্গ।’ বেহেশ্ত্ বলল, ‘আমার মাঝে আছে দুর্বল দরিদ্রশ্রেণীর মুসলিম ব্যক্তিবর্গ।’ আল্লাহ তাদের উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে বললেন, ‘তুমি জান্নাত, আমার রহমত (কৃপা) তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে কৃপা করব। আর তুমি দোযখ, আমার আযাব (শাস্তি)।

তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করব। আর তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্বে।” *(মুসলিম ২৮৪৬ নং)*

৩৭৮- হযরত মুসআব বিন সা’দ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা তোমাদের দুর্বলশ্রেণীর লোকেদের কারণেই বিজয় ও রুজী লাভ করে থাক।” *(বুখারী ২৮৯ নং)*

দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের প্রতি অনুরাগের মাহাত্ম্য

৩৭৯- হযরত যায়দ বিন সাবেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট উপস্থিত হয়।” *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৫০ নং)*

আল্লাহর নিকট (মুক্তির) আশা ও তাঁর প্রতি সুধারণা রাখার গুরুত্ব

৩৮০- হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি যতকাল আমাকে আহ্বান করবে এবং আমার প্রতি আশা রাখবে আমি ততকাল তোমাকে ক্ষমা করে দেব; তাতে তোমার মধ্যে যত ও যে পাপই থাক্ না কেন। আর এতে আমি কোন প্রকার পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপরাশি (স্তুপীকৃত হয়ে) আকাশের মেঘও ছুঁয়ে থাকে, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আর এতে আমার কোন পরোয়া নেই। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী সমান পাপ করেও আমার সহিত কাউকে শির্ক না করে আমাকে সাক্ষাৎ কর, তবে আমিও পৃথিবী সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।” *(সহীহ তিরমিযী ২৮০৫ নং)*

৩৮১- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, “আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ সে আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে আমি তাকে তেমন ক্ষমা অথবা শাস্তি প্রদান করে থাকি।) আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে।” *(বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ২৬৭৫ নং)*

আল্লাহ-ভীতির মাহাত্ম্য

৩৮২- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “এক ব্যক্তি ছিল, যে নিজের প্রতি বড় অন্যায় (পাপ) করত। অতঃপর যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল তখন সে তার ছেলেদেরকে বলল, ‘আমি মারা গেলে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো। তারপর আমার বাকি দেহাংশ পিষে বাতাসে ছড়িয়ে দিও। কেননা, আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে উপস্থিত করতে সমর্থ হন তাহলে আমাকে এমন আযাব দেবেন যেমন আযাব তিনি আর কাউকেই দেবেন না!’ সুতরাং সে মারা গেলে তাই করা হল।

আল্লাহ পৃথিবীকে আদেশ করে বললেন, ‘তোমার মাঝে (ওর যে দেহাণু আছে) তা জমা কর।’ পৃথিবী তাই করল। ফলে লোকটি (আল্লাহর সামনে)

খাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, ‘তুমি যা করেছ তা করতে তোমাকে কে উদ্বুদ্ধ করল?’ লোকটি বলল, ‘তোমার ভয়, হে আমার প্রতিপালক!’ ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হল।” *(বুখারী ৩৪৮১, মুসলিম ২৫৬৫নং)*

৩৮৩- বুকাইর বিন ফীরোয কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে সে ব্যক্তি যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।” *(সহীহ তিরমিযী ১৯৯৩ নং)*

আল্লাহর ভয়ে কাঁদার ফযীলত

৩৮৪- হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তম্মেধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার চক্ষুতে পানি বয়ে যায়।” *(বুখারী ৬৬০ নং, মুসলিম ১০৩১ নং)*

৩৮৫- হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, “দুটি চক্ষুকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না; প্রথম হল সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। আর দ্বিতীয় হল সেই চক্ষু যা আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারায় রাত্রিযাপন করে।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৪১১২ নং)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

nmfå

রোযা অধ্যায়

¶k¢fmDv zfbcokA jvfv ocv

-------------------------sbv IpDtk sq nvtkf zht dh-q

----

sqv ycd dh-q ক্ত---------------------- hfdkt jvfv IpDtk --------------

Dklfn mc ক্ত------------------------------ jvfv IpDtk ----------------

--------------------------- A¹vfJfv mfrfkâ c]b z h-fdk --------------

ফাযায়েলে আ’মাল

فضائل الأعمال باللغة البنغالية

সংকলন ও ভাষান্তরেঃ-
আব্দুল হামীদ ফাইযী

إعداد و صف:

فضائل الأعمال باللغة البنغالية

সংকলন ও ভাষান্তরেঃ-

আব্দুল হামীদ ফাইযী

মুদ্রণে ও প্রকাশনায়ঃ-
দাওয়াত অফিস আল-মাজমাআহ
পোষ্ট বক্স- ১০২ টেলিফোন ও ফ্যাক্স-০৬ ৪৩২৩৯৪৯